শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া
আরিফা রহমান
অনুপম বড়ুয়া
উৎপল চাকমা
শিপ্রা বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ:.....২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

চিত্রণ

সজীব কুমার দে

রাসেল রানা

প্রচ্ছদ

মঞ্জুর আহমেদ

নূর-ই-ইলাহী

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

ষষ্ঠ শ্রেণির বৌদ্ধধর্ম ও এই নতুন বইয়ে আপনাকে স্বাগত জানাই। এটি একটি শিক্ষক সহায়িকা, যা ষষ্ঠ শ্রেণির অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) এর সেশনসমূহ আপনি কীভাবে পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করবে। বইটি আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা সামর্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার পূর্বজ্ঞানের সাথে সাহায্যকারী একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা, যাতে শিক্ষার্থীরা এই নতুন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সম্পূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে পারে। বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষায় তিনটি যোগ্যতা ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এক বছরে ৬৩ শিখন ঘণ্টা বা ৭৫টি সেশনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় যোগ্যতাসমূহ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। আপনার জন্য শুভকামনা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ত্রিপিটক	১ - ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ধর্মীয় উৎসব ও পূর্ণিমা	১৬ - ২৭
তৃতীয় অধ্যায় শীল	২৮ - ৫০
চতুর্থ অধ্যায় দান	৫১ - ৬১
পঞ্চম অধ্যায় চতুরার্য সত্য	৬২ - ৭৪
ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় চরিতমালা ও জাতক	৭৫ - ৮৬
অষ্টম অধ্যায় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান	৮৭ - ৯৪
নবম অধ্যায় সহাবস্থান: সকলে আমরা সকলের তরে	৯৫ - ১০৩

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপিটক

যোগ্যতা- ১: বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তু জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

যোগ্যতা- ২: বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

যোগ্যতা- ৩: ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ প্রেক্ষাপট পরিবেশে জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারা।

চিত্র: বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

এই যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে :

জেন্ডার: ছেলে, মেয়ে, তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণি কক্ষে কোনো কাজের সময় (একক, জোড়া ও দলগত কাজ) কেউ যেন কোনো শিক্ষার্থীকে উপহাস, অবজ্ঞা বা হেয় না করে সেদিকে নজর দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে পরস্পরের সাথে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম শিক্ষার্থীদের সাথে তৈরি করুন। দল বা জোড়া গঠনের সময় ছেলে, মেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গের সমান অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা নিশ্চিত করুন।

একীভূতকরণ: একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরণের জাতি-ধর্ম, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার পরিবারের শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল হোন। শিক্ষার্থীর পছন্দ, সামর্থ্য ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিন। যেমন- কোনো শিক্ষার্থী ছবি আঁকতে না চাইলে অন্যভাবে হাতে-কলমে প্রকাশ করতে পারে এমন কাজে উৎসাহ দিন, অথবা শিক্ষার্থী যেভাবে কাজটি করতে পছন্দ করে—তার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিন। সেশন পরিচালনার সময় স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা করুন। সকল শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে কার্যক্রম লক্ষ করার চেষ্টা করুন। শ্রেণিকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে শ্রেণিতে তার গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষমতায়নে সচেষ্ট হোন। কেউ ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হলে তাকে সামনে বসার ব্যবস্থা করে দিন। বছরের মাঝামাঝি বা ব্যতিক্রম সময়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থীর আগমনকে সহজে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলুন।

মূল্যায়ন: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে যেহেতু কোনো সমাপনী লিখিত পরীক্ষা থাকছে না, সেহেতু শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়ন করুন। এক্ষেত্রে আচরণ, অংশগ্রহণ, উপস্থাপন, অর্পিত কাজ সম্পাদন ইত্যাদির ভিত্তিতে ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার আগ্রহ, উপলব্ধি, চর্চা ও মানবিক গুণাবলি অর্জন, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করুন। শিক্ষকের মূল্যায়নের পাশাপাশি সতীর্থ ও অভিভাবক মূল্যায়নের সুযোগ রাখুন। নমুনা মূল্যায়নের ছক ও রুব্রিক্সসমূহ শিক্ষক সহায়িকার সাথে সংযুক্ত আছে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সহযোগিতায় মূল্যায়ন ছক ও রুব্রিক্স তৈরি করুন। তৈরিকৃত মূল্যায়ন ছক ও রুব্রিক্স ভবিষ্যতে প্রয়োগ ও গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করুন।

আশা করি, আপনার অভিজ্ঞতা, শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

ত্রিপিটক

শিক্ষক সহায়িকা

(২টি শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য দুটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে রচিত)

১. যোগ্যতা- ১: বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা

বিষয়: ত্রিপিটক ও পূর্ণিমা

যোগ্যতার ব্যাখ্যা : যোগ্যতা অর্জনে বয়স উপযোগী ধর্মীয় ঘটনা সরল ভাষা ও উপমায় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করবে এবং ধর্মের মৌলিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হবে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম: ১

দেয়াল পত্রিকা তৈরির জন্য তথ্য অনুসন্ধান করে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সার সংক্ষেপ:

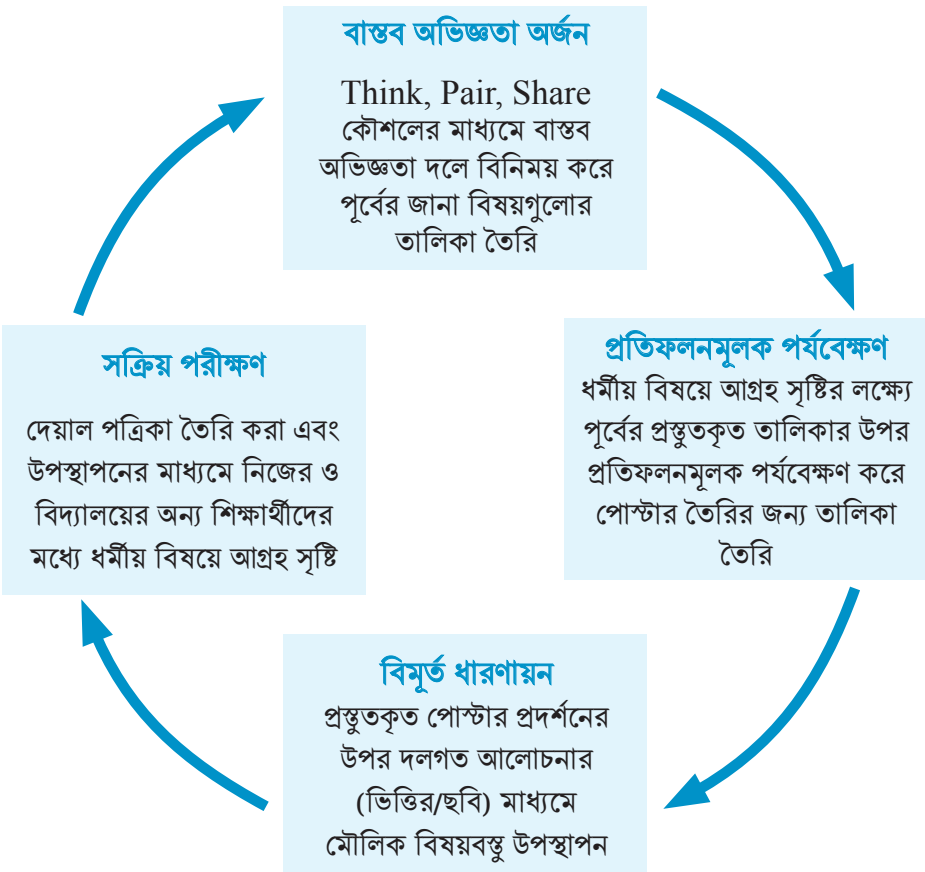

চিত্র: দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টির শিখন চক্র

ক্রস-কাটিং বিষয়াবলি :

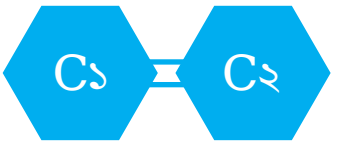

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেনে, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে এবং পরবর্তী সময় দেয়াল পত্রিকা ও পোস্টার প্রদর্শন করবে, যা শিক্ষার্থীর নিজধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে (যোগ্যতা- ১) এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণে অনুপ্রাণিত হবে (যোগ্যতা- ২)। এই ক্রস কাটিং বিষয়টি নিম্নলিখিত প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

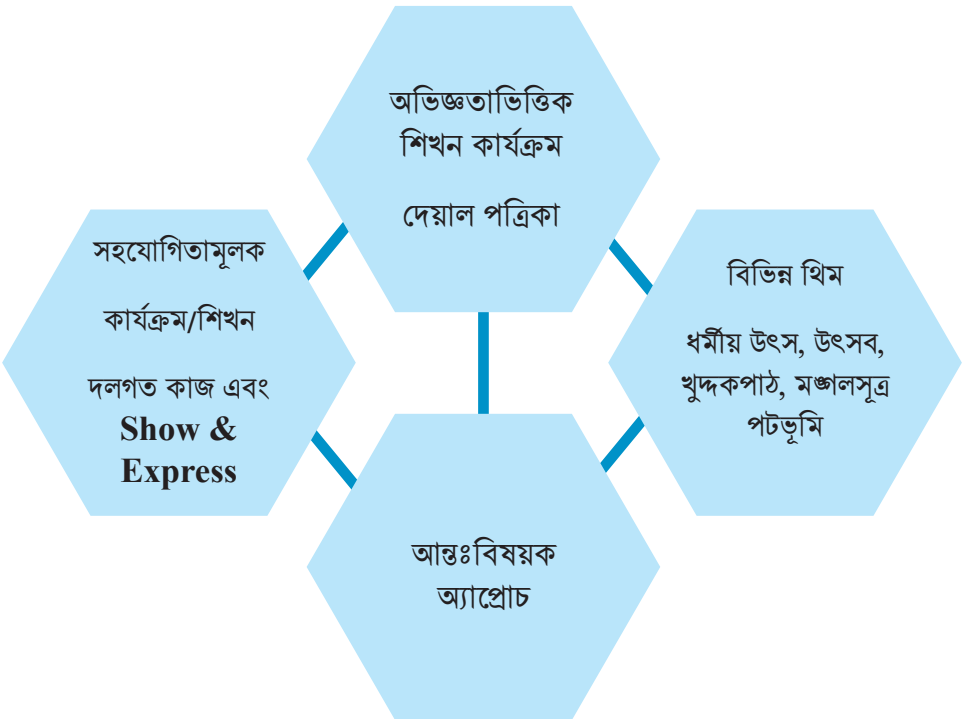

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

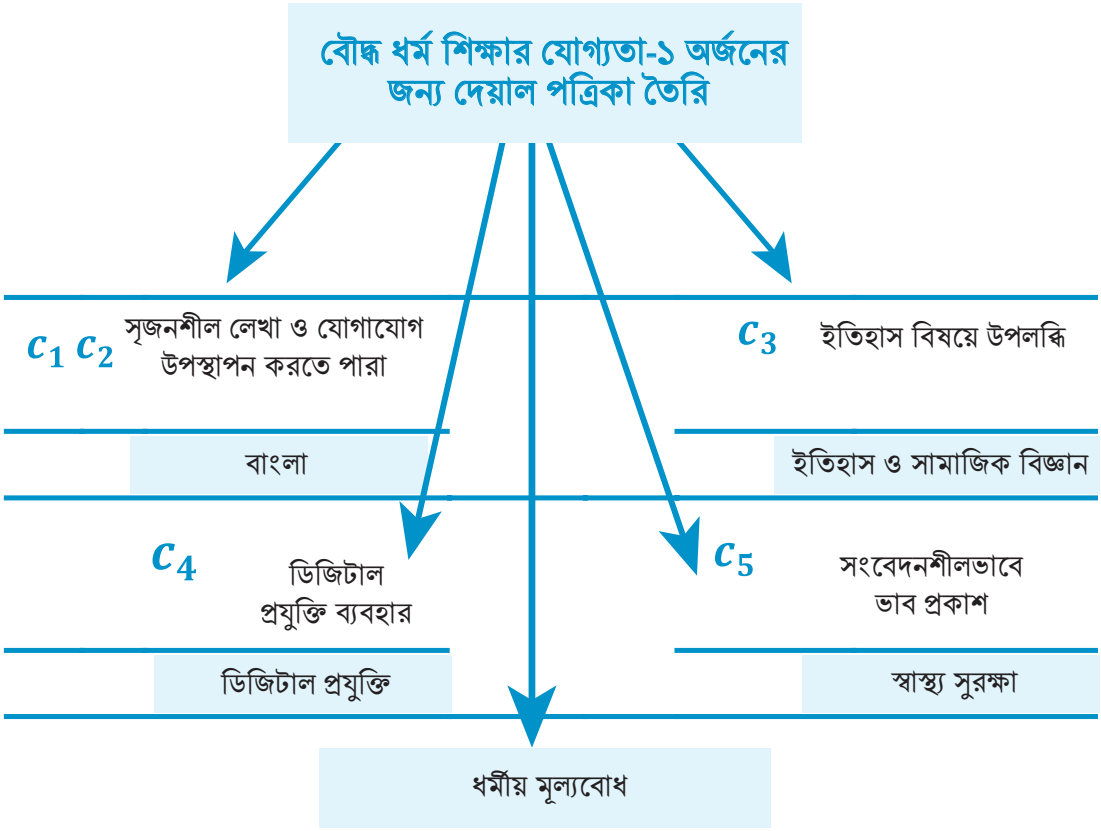

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং বিবরণ : বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ের যোগ্যতা-১ এ সকল শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে ও অনুধাবন করতে আগ্রহী হবে। দেয়াল পত্রিকা প্রণয়নের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি শিক্ষার্থীকে বাংলা বিষয়ের সৃজনশীল লেখা (c-1), যোগাযোগ ও উপস্থাপন করতে পারা (c-2), যোগ্যতা অর্জন করতে সহায়ক। অনুরূপভাবে, সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় মূল বিষয় জানার মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়াদি জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, যা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা-৩ অর্জনের পরিপূরক। দেয়াল পত্রিকা প্রণয়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাবে, যা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা c-4 অর্জনে সহায়তা করবে। দেয়াল পত্রিকাটি অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীরা সংবেদনশীলভাবে ভাব প্রকাশের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের যোগ্যতা c-5 অর্জন করবে। সর্বোপরি, দেয়াল পত্রিকা অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে অন্যদেরকেও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জানতে আগ্রহী করবে। এই পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি অর্জনের সুযোগ করে দেবে। উল্লেখ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি অর্জন সকল ধর্মের যোগ্যতা c-3 এর একটি অংশ।

মূল্যায়ন

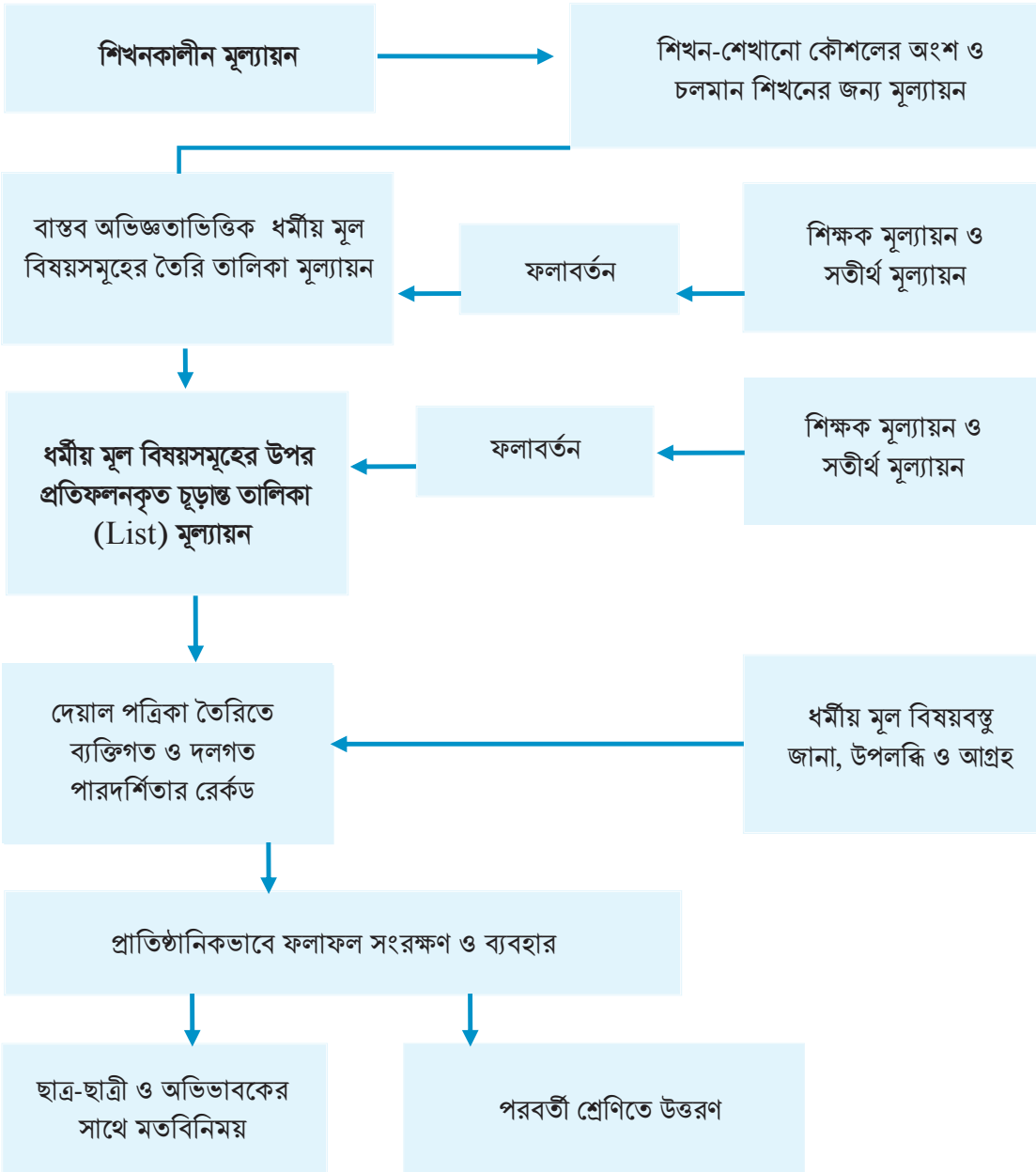

শিক্ষার্থীর তৈরিকৃত দেয়াল পত্রিকাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের আগ্রহ ও অন্য শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় জ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা—মূল্যায়নের উৎস হিসেবে বিবেচ্য হবে। শিক্ষক দেয়াল পত্রিকা তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষাথীকে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পর্যবেক্ষণ Check List I

নং	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★	লিখিত মতামত
১	অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু বিনিময়ে আগ্রহী				
২	ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ জানা				
৩	ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ উপলব্ধি				
৪	ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী				
৫	নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানোর প্রতি আগ্রহী				

ধর্মীয় মৌলিক বিষয় জানা, উপলব্ধি ও আগ্রহ মূল্যায়ন রুব্রিকস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু বিনিময়ে আগ্রহী	শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে আংশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে অথবা কোনো অভিজ্ঞতাই বিনিময় করতে আগ্রহী নয়	শিক্ষার্থী আলোচ্য ১ বা ২টি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে	শিক্ষার্থী আলোচ্য একাধিক বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে
দলগত কাজে ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ জানা	শিক্ষার্থী দলে থেকেও কেবল নিজের অংশটুকু জানে	শিক্ষার্থী দলে নিজে জেনে অন্যদেরকে জানায়	শিক্ষার্থী দলে নেতৃত্বদান করে ও সকলকে নিয়ে জানে
ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ উপলব্ধি	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে নিজে সচেষ্ট হয়ে কাজ করে	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে দলগতভাবে সক্রিয় হয়ে কাজ করে
ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আংশিক আগ্রহী অথবা আগ্রহী নয়	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি সম্পূর্ণ আগ্রহী
নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানোর প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে ও দলকে সক্রিয় করে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সকলকে জানায়

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা

ক. সকল শিক্ষার্থীকে তার ধর্মের উৎস ত্রিপিটক ও আচার-অনুষ্ঠানাদি (পূর্ণিমা, দান ইত্যাদি) সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন। শিক্ষার্থীকে তার বইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ-১ ও ২ করতে বলুন। শিক্ষার্থী অবশ্যই তার বইয়ে লিখবে। কারণ বইটি একটি ওয়ার্ক বুক হিসেবেও বিবেচ্য হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১

তোমার ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তুমি যা জানো (প্রাথমিক ধারণা) নিচে লেখো

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২

জোড়ায় অথবা নিজে অনুসন্ধান করে নিচের প্রশ্নের উত্তর খুঁজি ও লিখে রাখি।
তথ্যের উৎস: পরিবার, সহপাঠী, পাঠ্যবই, ডিজিটাল মাধ্যম ইত্যাদি।
ত্রিপিটক কী? ত্রিপিটক বলতে তুমি কী বোঝো তা নিজের ভাষায় লেখো:

খ. এরপর সকল শিক্ষার্থীকে বিষয়টি জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন এবং এ সম্পর্কে যা জানে, যা জানতে চায় এবং যা অন্যদেরকে জানাতে চায়, তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। জোড়া তৈরির সময় অবশ্যই একীভূতকরণ বিষয়টি (inclusion) লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন। যেমন :

চঞ্চল একজন অনাথ সন্তান, যার অভিভাবক একজন খুবই দরিদ্র কৃষক। জোড়া অথবা দল গঠনের সময় চঞ্চলকে সক্রিয় করার চেষ্টা করুন। তাকে দলনেতা নির্বাচন করে ক্ষমতায়ন করুন। সম্ভব হলে অন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চঞ্চলকে সহজে গ্রহণীয় করুন।

দ্বিতীয় উদাহরণ : প্রভা কাঠমিস্ত্রি পরিবার থেকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। প্রভা সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করতে সহজে আগ্রহী হয় না, এবং আস্থা অনুভব করে না। প্রভা বেশিরভাগ সময় দল ও জোড়া গঠনের ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে চায় এবং মত প্রকাশে সক্রিয় নয়। এক্ষেত্রে প্রভাকে দল ও জোড়ায় সক্রিয় করার জন্য এমন দল বা জোড়া গঠন করুন- যাতে ছেলে, মেয়ে এবং তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

গ. সকল শিক্ষার্থীকে প্রস্তুতকৃত তালিকাটি প্রদর্শন করতে বলুন এবং তালিকায় উপস্থাপিত বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান শ্রেণির সতীর্থদের সাথে বিনিময় করতে বলুন। বিনিময়ের সময় সকল লিঙ্গ পরিচয়ের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

ঘ. এই প্রক্রিয়াটি Think, Pair, Share কৌশল

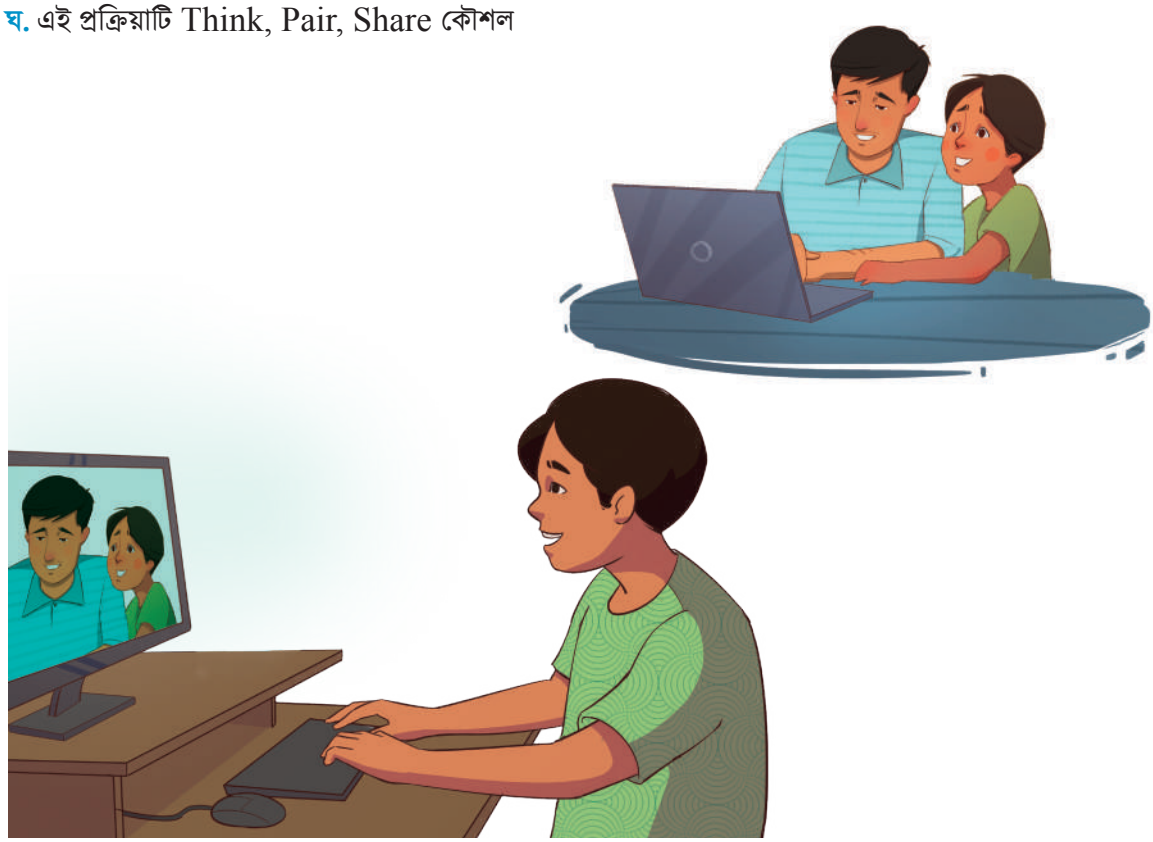

ঙ. Think, Pair, Share চলার সময় পর্যবেক্ষক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করুন এবং ছেলে, মেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহী করুন।

চ. বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যায়টি সম্পন্ন করতে আনুমানিক ১-২ শিখনঘণ্টা অতিবাহিত করতে পারেন।

ছ. এ পর্যায়ে তৈরিকৃত তালিকা প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদান করুন এবং চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করুন। ফলাবর্তন প্রদানের সময় মৌখিক ফলাবর্তন, চিত্রের মাধ্যমে ফলাবর্তন বা লিখিত ফলাবর্তন প্রদান করতে পারেন (পরিশিষ্ট-২)। ফলাবর্তন প্রদানের কৌশল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কন্সট্রাকটিভ বা গঠনমূলক ফলাবর্তন নিশ্চিত করুন।

শিক্ষার্থীকে তার বই থেকে অংশগ্রহণমূলক কাজ-৩, ৪, ৫ ও ৬ সম্পূর্ণ করতে বলুন। ৬ নং কাজের জন্য শিক্ষার্থীকে তার বইয়ের QR Code ব্যবহার করে অনুশীলনীটি করতে বলুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরি করো : জোড়ায় বা একক কাজ)

সূত্র পিটক	বিনয় পিটক	অভিধর্ম পিটক
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.
৬.	৬.	৬.

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪

চিত্র : ২ মনোযোগ সহকারে দেখো এবং ত্রিপিটকের যে গ্রন্থগুলো ছবির গ্রন্থাগারে আছে তা শনাক্ত করো এবং নিচে লেখো।

চিত্র : ২

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫

চিত্র : ২ থেকে ত্রিপিটকের যে গ্রন্থগুলো শনাক্ত করেছো সেগুলো সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম পিটক অনুসরে শ্রেণিকরণ / ভাগ করো।

সূত্র পিটক	বিনয় পিটক	অভিধর্ম পিটক
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.
৬.	৬.	৬.

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬ কাজটি করতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করুন। নিচের কিউআর কোড স্ক্যান করে ওয়েবসাইট থেকে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ও মৌলিক বিষয়গুলো জানো।

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ :

ক. পূর্বের পাঠে তৈরিকরা তালিকা বিভিন্ন জোড়ার মধ্যে বিনিময় করুন। লিঙ্গ পরিচয় ও শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল শার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহী করুন।

খ. সকল শিক্ষার্থীকে জোড়ায় প্রাপ্ত তালিকার উপর প্রতিফলন করতে বলুন। ছেলে, মেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহী করুন।

প্রতিফলনের জন্য নমুনা প্রশ্ন :

১। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের উৎস কী বা কোথায় পাওয়া যায়?

২। তুমি বৌদ্ধধর্মের কী কী মৌলিক বিষয় শনাক্ত করতে পেরেছ?

৩। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তোমার প্রাথমিক ধারণা কী?

গ. প্রতিফলনের পর প্রতিটি জোড়াকে সতীর্থ মূল্যায়ন করতে বলুন। সতীর্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিচের মূল্যায়ন ছক অনুসরণ করুন এবং শিক্ষার্থীদেরও অনুসরণ করতে বলুন। শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষাপটভেদে মূল্যায়ন ছকটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।

পর্যবেক্ষণ Check List II

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★	লিখিত মতামত
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু বিনিময়ে আগ্রহী				
ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ জানা				
ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ উপলব্ধি				
ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী				
নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানোর প্রতি আগ্রহী				

ধর্মীয় মৌলিক বিষয় জানা, উপলব্ধি ও আগ্রহ মূল্যায়ন রুব্রিকস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু বিনিময়ে আগ্রহী	শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে আংশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে অথবা কোনো অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে আগ্রহী নয়	শিক্ষার্থী আলোচ্য ১ বা ২টি বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে	শিক্ষার্থী আলোচ্য একাধিক বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে
দলগত কাজে ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ জানা	শিক্ষার্থী দলে থেকেও কেবল নিজের অংশটুকু জানে	শিক্ষার্থী দলে নিজে জেনে অন্যদেরকে জানায়	শিক্ষার্থী দলে নেতৃত্বদান করে ও সকলকে নিয়ে জানে
ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তুসমূহ উপলব্ধি	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে নিজে সচেষ্ট হয়ে কাজ করে	ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে দলগতভাবে সক্রিয় হয়ে কাজ করে
ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আংশিক আগ্রহী অথবা আগ্রহী নয়	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী ধর্মের মৌলিক বিষয় জানার প্রতি সম্পূর্ণ আগ্রহী
নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানোর প্রতি আগ্রহী	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে ও দলকে সক্রিয় করে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সকলকে জানায়

ঘ. সতীর্থ মূল্যায়নের পর চূড়ান্ত তালিকা পূর্বের স্ব স্ব জোড়ায় ফিরিয়ে দিন।

ঙ. চূড়ান্ত তালিকার যে সব বিষয় শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করেছে তা শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ও বৃদ্ধি করতে আগ্রহ সৃষ্টি করে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিটি জোড়াকে ফলাবর্তন প্রদান করুন। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কন্সট্রাকটিভ বা গঠনমূলক ফলাবর্তন নিশ্চিত করুন। (ফলাবর্তনের ধরন ও উদাহরণ ছকটি অনুসরণ করুন।)

চ. প্রতিটি জোড়া থেকে শনাক্তকৃত বিষয়ের উপর পরবর্তী ক্লাসে পোস্টার প্রদর্শনীর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে বলুন।

ছ. পোস্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ছবি, ডায়াগ্রাম বা ছক, ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের জন্য আগ্রহী করুন এবং পরবর্তী সেশনে আনার জন্য নির্দেশনা দিন। পোস্টার তৈরির জন্য শিক্ষার্থীকে পূর্বেই অনুশীলনমূলক কাজ-৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ সম্পূর্ণ করাতে পারেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৭

তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ধর্মীয় উৎসব ও পূর্ণিমা

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৮

এলো গল্প বলি: সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মকাহিনি সম্পর্কে তুমি যা জানো, তা গল্প আকারে বলো এবং নিচে লেখো।

জ. সকল শিক্ষার্থী জোড়ায় পোস্টার তৈরি করবে। এ পর্যায়ে আপনি সহায়ক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করুন। জোড়ায় পোস্টার প্রদর্শন করা না গেলে অংশগ্রহণমূলক কাজ-১৩ সম্পূর্ণ করুন। এটি সম্পূর্ণ করার পর অনুশীলনমূলক কাজ ১৪ সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৯

বৈশাখী পূর্ণিমাকে কেন বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয় লেখো: (জোড়ায় বা একক কাজ)

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১০

বুদ্ধ পূর্ণিমার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্বের প্রবাহচিত্র তৈরি করো : (জোড়ায় বা একক কাজ)

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১১

বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপনের তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো এবং নিচে লেখো:

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১২

নিচের বিষয়গুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করি অথবা নিজে একা একা চিন্তা করি এবং বিষয়সমূহ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করি।

বিষয়গুলো:

১. ত্রিপিটক কী ?

২. ত্রিপিটকের গুরুত্ব।

৩. বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা কী ?

৪. পূর্ণিমা দুটির পটভূমি কী ?

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৩

বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক, মৌলিক বিষয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তালিকার পোস্টার তৈরি করি : (জোড়ায় বা দলগত কাজ অথবা নিজে করি)

নির্দেশিকা: পোস্টার তৈরিতে এলাকায় সহজে পাওয়া যায় বা Recycling উপকরণ ব্যবহার করো

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৪

বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটক, মৌলিক বিষয়, ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তালিকার পোস্টার তৈরি করি:

(জোড়ায় বা দলগত কাজ অথবা নিজে করি)

নির্দেশিকা : পোস্টার তৈরিতে এলাকায় সহজে পাওয়া যায় বা Recycling উপকরণ ব্যবহার করো।

ঝ. সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোস্টার বিনিময় করবে এবং তাদের প্রতিফলনমূলক চিন্তা ও উপলব্ধি পোস্টারের মাধ্যমে তুলে ধরবে। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত আলোচনাও হতে পারে। নিচের অনুশীলনমূলক কাজটি সম্পূর্ণ করুন।

তৈরিকৃত পোস্টার প্রদর্শন ও জোড়ায় উপস্থাপন করো। শ্রেণিকক্ষে পোস্টার উপস্থাপনের ব্যবস্থা না থাকলে তুমি নিজে পোস্টারটি তৈরি করে সহপাঠী এবং শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো।

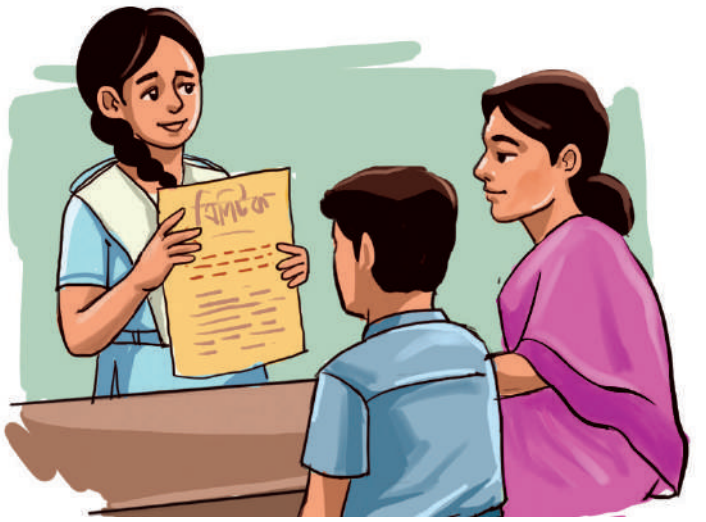

ঞ. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে তৈরিকৃত পোস্টার প্রদর্শন, উন্মুক্ত আলোচনা ও শিক্ষার্থীর জোড়ায় কাজের সক্রিয়তা পর্যবেক্ষণ করে আপনার পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করুন– যা শিখনকালীন মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচ্য হবে। ১২নং পৃষ্ঠার পর্যবেক্ষণ **Check list II** এবং ১৩নং পৃষ্ঠার ধর্মীয় মৌলিক বিষয় জানা, উপলব্ধি ও আগ্রহ মূল্যায়ন রুব্রিকস অনুসরণ করুন।

ট. প্রতিফলমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়টি সম্পন্ন করতে আনুমানিক ১-২ শিখন ঘণ্টা অতিবাহিত করুন।

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন

ক. শিক্ষার্থীদেরকে সার্থকভাবে পোস্টার প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং প্রদর্শনের পর প্রতিটি জোড়াকে শ্রেণিকক্ষে জোড়া অনুযায়ী বসতে বলুন।

খ. প্রতিটি জোড়ায় উপস্থাপিত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা একে একে সবার সামনে উপস্থাপন করবে। এ পর্যায়ে ত্রিপিটকের সাধারণ পরিচিতি যেমন– সূত্র পিটক, বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক, পূর্ণিমা, দান ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন।

নমুনা প্রশ্ন

১. ত্রিপিটক কী?

২. ত্রিপিটক কয়ভাগে বিভক্ত?

৩. তিনটি পিটকের পরিচয় দাও।

৪. ত্রিপিটকের গুরুত্ব সম্পর্কে বলো।

৫. তোমার পরিবারে কেউ কি ত্রিপিটক পড়েন?

৬. তুমি কি নিজে কখনো ত্রিপিটক পড়েছ? করলে তোমার অনুভূতি বলো।

৭. বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা কী?

৮. তুমি কি কখনো বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা উৎসবে যোগদান করেছ? করলে তোমার অভিজ্ঞতা বিনিময় করো।

৯. পূর্ণিমাসমূহ কখন উদযাপিত হয়?

১০. পূর্ণিমা দুটির পটভূমি কী?

১১. পূর্ণিমা দুটি সম্পর্কে জানার পর তোমার জীবনে কী পরিবর্তন আসতে পারে?

গ. আলোচনা চলার সময়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী (অবস্থা অনুযায়ী) সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে আপনি সহায়কের ভূমিকা পালন করুন।

ঘ. সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। উন্মুক্ত আলোচনায় সক্রিয় করার জন্য লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। যেমন :

মিতা দরিদ্র পরিবার থেকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করতে এবং আলাপ-আলোচনা করতে বা মতামত প্রকাশে সে সহজে আগ্রহী হয় না এবং আস্থা অনুভব করে না। বেশিরভাগ সময় উন্মুক্ত আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে মিতাকে শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট করে ডেকে উন্মুক্ত আলোচনায় মতামত প্রকাশ করতে বলুন। যেমন : মিতা এই বিষয়ে তুমি কী ভাবো অথবা তোমার মতামত কী?

ঙ. বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়টি যেহেতু আলোচনা সাপেক্ষে উপস্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থী পোস্টার তৈরির অভিজ্ঞতা ও সম্মিলিত জ্ঞান বিনিময়পূর্বক আলোচনা করায় এ পর্যায়টি ২-৩ শিখন ঘণ্টা লাগতে পারে। আলোচনাটি ২-৩ শিখন ঘণ্টায় (ত্রিপিটক ও পূর্ণিমা) ভাগ করে পরিচালনা করতে পারেন। নিচের অনুশীলনমূলক কাজগুলো সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৫

এসো দল গঠন করি : ৪-৫ জন সদস্যের একটি দল গঠন করি।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ :

ক. ৪-৫টি দল গঠন করুন এবং সংশ্লিষ্ট দলকে তাদের পূর্বের তৈরি পোস্টারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্যকে নিজ ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করার জন্য দেয়াল পত্রিকা তৈরির লক্ষ্যে তালিকা তৈরি করতে বলুন। নিচের অনুশীলনমূলক কাজগুলো সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৬

দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক নির্দেশিত নির্দিষ্ট দিনে তোমার তৈরি করা পত্রিকাটি উন্মোচন করো। দেয়াল পত্রিকার কাছে দাঁড়িয়ে দেয়াল পত্রিকার বিষয়বস্তু অন্য শিক্ষার্থী ও অতিথিদের সামনে তুলে ধরো। দেয়াল পত্রিকার নমুনা:

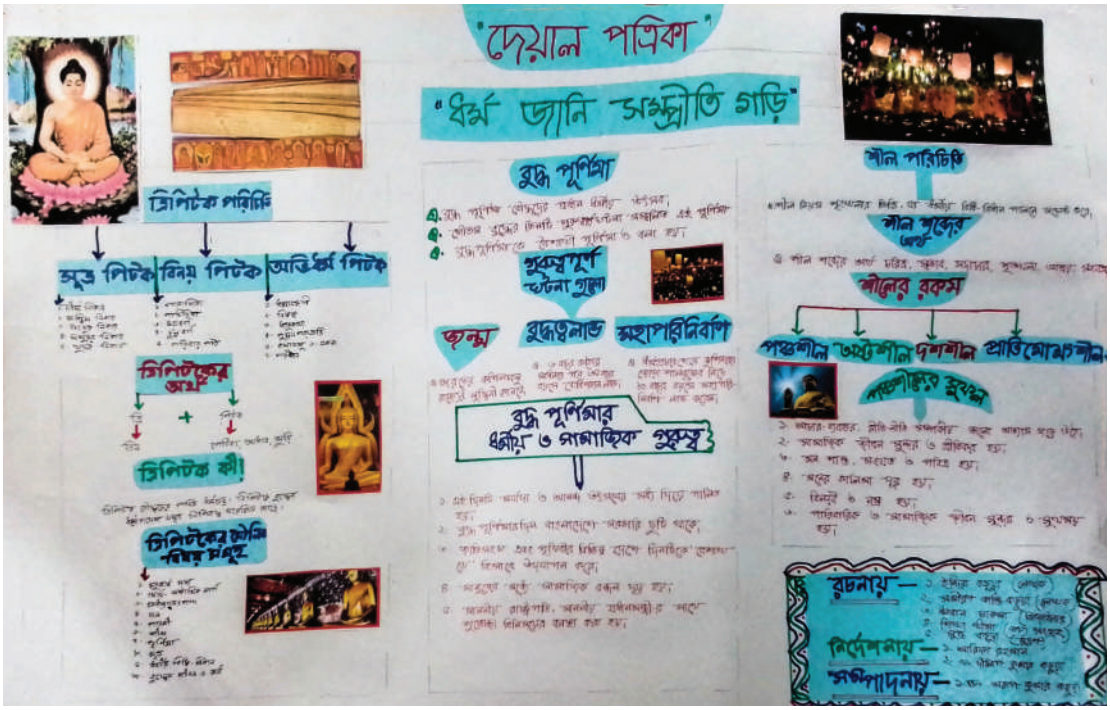

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর দলে ছবি ও প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করি।

বিষয়সমূহ:

১. ত্রিপিটকের পরিচয় ও গুরুত্ব।

২. মৌলিক বিষয় ও আচার-অনুষ্ঠানাদি যেমন- পূর্ণিমা, দান, চতুরার্য সত্য, শীল ইত্যাদি।

৩. ত্রিপিটক ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত বুদ্ধের জীবন সংশ্লিষ্ট কাহিনি।

দল তৈরির সময় অবশ্যই একীভূতকরণ বিষয়টি **(inclusion)** লক্ষ্য রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন। [চঞ্চল ও প্রভার কেস স্টাডি দুটি লক্ষ করুন।]

> চঞ্চল একজন অনাথ সন্তান, যার অভিভাবক একজন খুবই দরিদ্র কৃষক। জোড়া অথবা দল গঠনের সময় চঞ্চলকে সক্রিয় করার চেষ্টা করুন। তাকে দলনেতা নির্বাচন করে ক্ষমতায়ন করুন। সম্ভব হলে অন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে চঞ্চলকে সহজে গ্রহণীয় করুন।

দ্বিতীয় উদাহরণ : প্রভা কাঠমিস্ত্রি পরিবার থেকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। প্রভা সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ

করতে সহজে আগ্রহী হয় না, এবং আস্থা অনুভব করে না। প্রভা বেশিরভাগ সময় দল ও জোড়া গঠনের ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করতে চায় এবং মত প্রকাশে সক্রিয় নয়। এক্ষেত্রে প্রভাকে দল ও জোড়ায় সক্রিয় করার জন্য এমন দল বা জোড়া গঠন করুন যাতে ছেলে, মেয়ে এবং তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি থাকে এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

নমুনা বিষয়সমূহ :

ধর্মীয় উৎস :

- ত্রিপিটিক পরিচিতি : সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক
- মৌলিক বিষয় : চতুরার্য সত্য, দান পরিচিতি, পূর্ণিমা
- ত্রিপিটক ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত বুদ্ধের জীবনসংশ্লিষ্ট কাহিনি ইত্যাদি ।

খ. প্রস্তাবিত তালিকা থেকে প্রতিটি দল নির্বাচিত ৩টি বিষয়ের (নমুনায় উল্লিখিত) উপর দেয়াল পত্রিকা তৈরির প্রস্তুতি নিবে।

গ. নির্বাচিত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী ১-২ শিখন ঘণ্টা ডিজিটাল ল্যাবে ব্যয় করতে পারবে। আপনি এক্ষেত্রে সক্রিয় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করুন। শ্রেণিকক্ষ ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের চলমান কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

ঘ. প্রাপ্ত তথ্যের ও সংশ্লিষ্ট ছবির মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের কাজ করবে। দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতের অনুশীলমূলক কাজ ১ থেকে ১৫ অবশ্যই সম্পূর্ণ করুন।

ঙ. এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে ছক, গ্রাফ বা প্রবাহচিত্র আঁকতে পারে।

চ. দলগত দেয়াল পত্রিকা তৈরিতে ১-২ শিখন ঘণ্টা শ্রেণিকক্ষের বাইরে অতিবাহিত হতে পারে।

ছ. দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকাটি কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত করুন। সকল শিক্ষার্থী দেয়াল পত্রিকা পড়বে। শিক্ষক অন্য শ্রেণীর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দেয়াল পত্রিকা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। নমুনার অংশগ্রহণমূলক কাজটি অনুসরণ করুন।

জ. সামগ্রিক দলগত কাজ চলার সময় সহায়ক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করুন শিক্ষার্থী দেয়াল পত্রিকাটি দর্শকের জন্য উপস্থাপন করবে যাতে দর্শকের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এছাড়া, পরমতসহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা একত্রে থাকার সংবেদনশীলতা তৈরি হবে।

ঝ. প্রতিটি দেয়াল পত্রিকা মূল্যায়ন করুন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করুন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা সতীর্থ মূল্যায়নও করাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়ন করা হবে।

দেয়াল পত্রিকা কার্যক্রমের মাধ্যমে আগ্রহ মূল্যায়নের ছক

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★	লিখিত মতামত
দেয়াল পত্রিকা তৈরিতে আগ্রহী				
দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা				
দেয়াল পত্রিকায় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন				
সংবেদনশীল ভাবের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপন				
নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানো				

দেয়াল পত্রিকা তৈরির মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলিক বিষয় জানার ও জানানোর আগ্রহ মূল্যায়নের রুব্রিকস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	★	★★	★★★
দেয়াল পত্রিকা তৈরিতে আগ্রহী	শিক্ষার্থী আংশিক কাজ করেছে অথবা দেয়াল পত্রিকা কার্যক্রমে আগ্রহ নেই।	শিক্ষার্থী আংশিক কাজ করেছে এবং কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী দেয়াল পত্রিকা কাজটিতে আগ্রহী ও সক্রিয়
দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা	শিক্ষার্থী শুধুমাত্র ২-৩টি বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় তুলে ধরেছে	শিক্ষার্থী ৪-৫টি বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় তুলে ধরেছে	শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ মৌলিক বিষয় সক্রিয়ভাবে তুলে ধরেছে
দেয়াল পত্রিকায় ধর্মীয় মূল বিষয়বস্তু ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন	শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে আংশিক আগ্রহী অথবা আগ্রহী নয়	শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী তবে সক্রিয় নয়।	শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি নিষ্ঠার সাথে ও আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে এবং সক্রিয়
সংবেদনশীল ভাবের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপন	শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আংশিক উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে সম্পূর্ণ উপস্থাপন করেছে	শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে সকল মানদণ্ড বিবেচনা করে সম্পূর্ণ ও সক্রিয় উপস্থাপন করেছে
নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অন্যকে জানানো	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্যকে জানায়	শিক্ষার্থী নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে জেনে, পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশ ছাড়াই নিজে ও দলকে সক্রিয় করে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সকলকে জানায়

*** শ্রেণিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী এক বা একাধিক দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত হতে পারে।**

ঞ. দেয়াল পত্রিকা তৈরির নির্দেশিকা প্রদান, দল গঠন প্রভৃতিতে ১ শিখন ঘণ্টা; তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল ল্যাবে ১ শিখন ঘণ্টা; দলীয় কাজ ১ শিখন ঘণ্টা; শ্রেণীকক্ষের বাইরে ২ শিখন ঘণ্টা; দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনে ১ শিখন ঘণ্টা- আনুমানিক ৬ শিখন ঘণ্টা সক্রিয় পরীক্ষা পর্যায়ে ব্যয় হতে পারে।

৪. শিখন ঘণ্টা :

ক. দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতকরণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি আনুমানিক ১৩ শিখন ঘণ্টা ব্যবহার হতে পারে। যেখানে ৩-৪ শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিখন ঘণ্টা ।

৫. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম ফলাবর্তন :

দেয়াল পত্রিকা' অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি কেমন হলো তা নিচের ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়কৃত সামষ্টিক ফলাফল ভবিষ্যৎ ব্যবহার ও দিক নির্দেশনার জন্য লিপিবদ্ধ করুন।

শিখন কার্যক্রম ফলাবর্তন ছক (শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য)

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি	
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)	- - -
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	- - -
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?	- -
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)	- - -

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৭

দেয়াল পত্রিকা তৈরির জন্য তথ্য অনুসন্ধানমূলক অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগলো তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সাথে বিনিময় করো।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কাযর্যক্রম : দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি	
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনের উপায়সমূহ লেখো	
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)	

*** প্রতিটি অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী তার বইয়ে ফিরে দেখা ছকটি পূরণ করেছে কি না লক্ষ রাখুন। ফিরে দেখা ছকটির তথ্য চলমান শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য রেকর্ড হিসেবে আপনার সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীর বইয়ে লেখা ও অংশগ্রহণমূলক কাজ সম্পূর্ণ করার তথ্য চলমান শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য রেকর্ড করে রাখুন।

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে তারকা (*) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		

তৃতীয় অধ্যায়
শীল

১. যোগ্যতা ২ : বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

বিষয় : শীল

যোগ্যতার ব্যাখ্যা : বয়স উপযোগী ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিজ জীবনে চর্চা করতে পারবে। শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎস থেকে বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) সম্পর্কে জেনে একক, জোড়ায় ও দলগত উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রকাশ ও চর্চা করবে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : ২

শিক্ষার্থী পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত Concept Mapping এবং Individual Action Plan (নিজ কর্মপরিকল্পনা) এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুধাবন ও চর্চা করার শিখন কার্যক্রম।
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সার সংক্ষেপ:

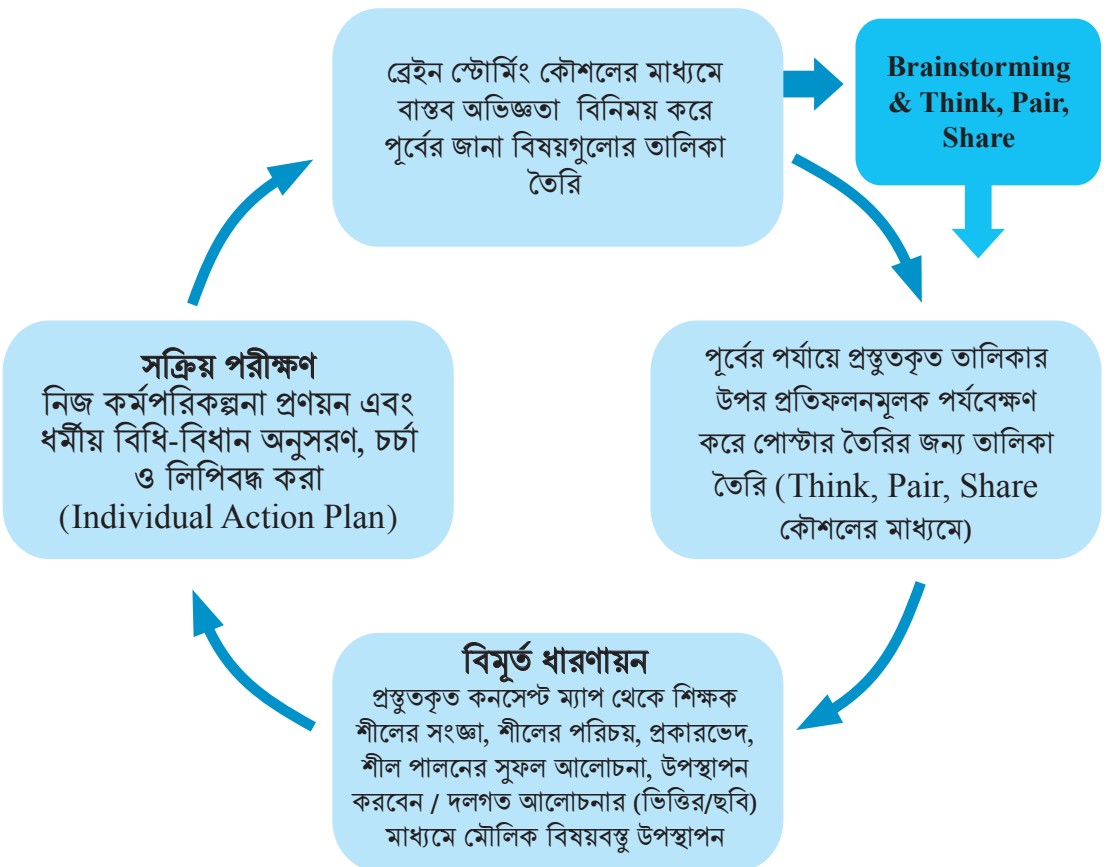

ক্রস-কাটিং বিষয়াবলি :

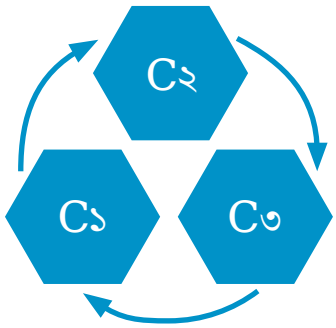

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তি জেনে, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে এবং পরবর্তীতে দেয়াল পত্রিকা, পোস্টার প্রদর্শন করবে, যা শিক্ষার্থীর নিজধর্মের মৌলিক বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে (যোগ্যতা- ১) এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণে অনুপ্রাণিত হবে (যোগ্যতা- ২)। এই ক্রস কাটিং বিষয়টি নিম্নলিখিত প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

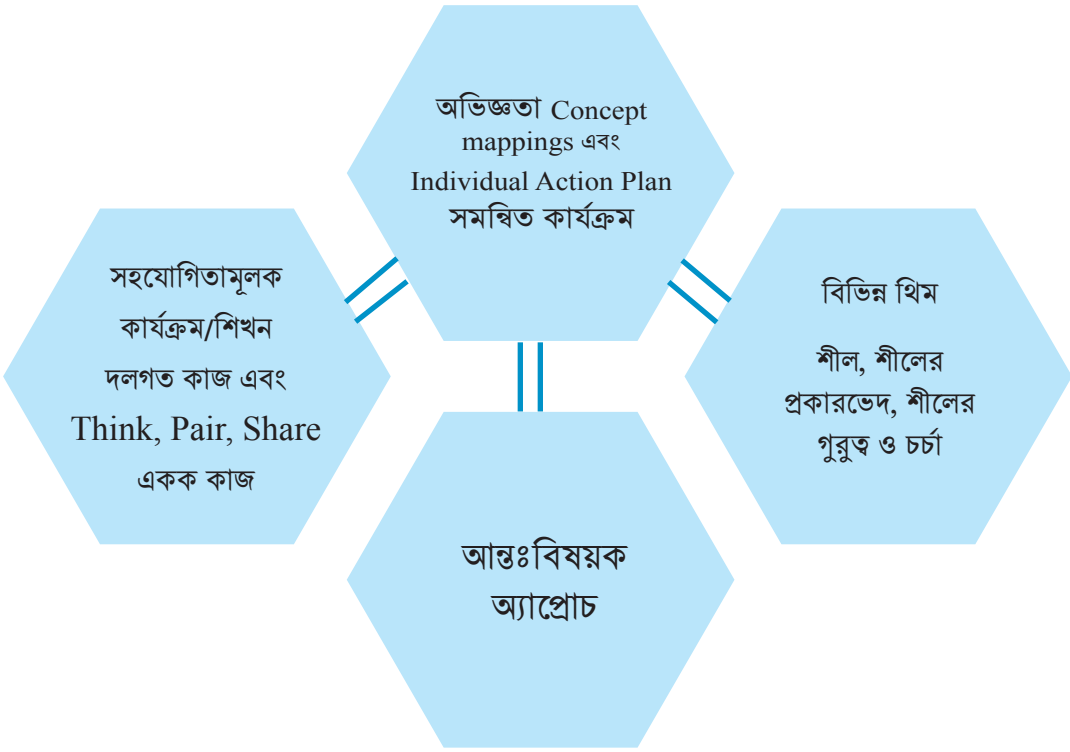

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

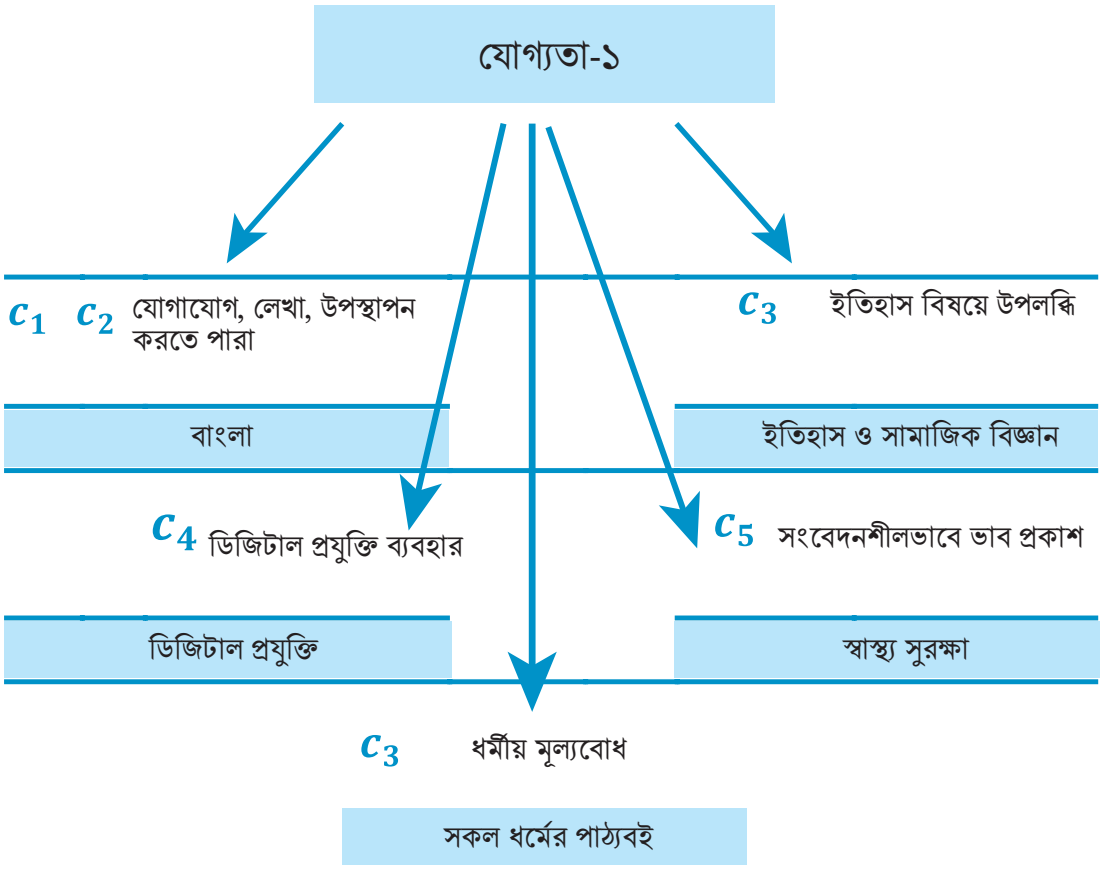

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং বিবরণ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ের যোগ্যতা-২ এ সকল শিক্ষার্থী ধর্মীয় মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জেনে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুধাবনপূর্বক নিজ জীবনে চর্চা করবে। এক্ষেত্রে কনসেপ্ট ম্যাপিং ও নিজ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি শিক্ষার্থীকে বাংলা বিষয়ের সৃজনশীল লেখা (C২), যোগাযোগ ও উপস্থাপন করতে পারা যোগ্যতা অর্জন করতে সহায়ক। অনুরূপভাবে, সকল শিক্ষার্থী যেহেতু ধর্মীয় বিধি-বিধান জানার মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, যা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের পরিপূরক। কনসেপ্ট ম্যাপ প্রণয়নে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাবে, যা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবে। কনসেপ্ট ম্যাপ ও নিজ কর্ম পরিকল্পনা সকল শিক্ষার্থীর সাথে উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীরা সংবেদনশীলভাবে ভাব প্রকাশের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করবে। সর্বোপরি, কনসেপ্ট ম্যাপ ও নিজ পরিকল্পনা অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম দ্বারা শিক্ষার্থী নিজ ধর্ম বিধি-বিধান জেনে চর্চায় আগ্রহী হবে এবং চর্চা করবে। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, বিনয়, পরমতসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি অর্জনের সুযোগ করে দেবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি অর্জন সকল ধর্মের যোগ্যতার একটি অংশ।

মূল্যায়ন

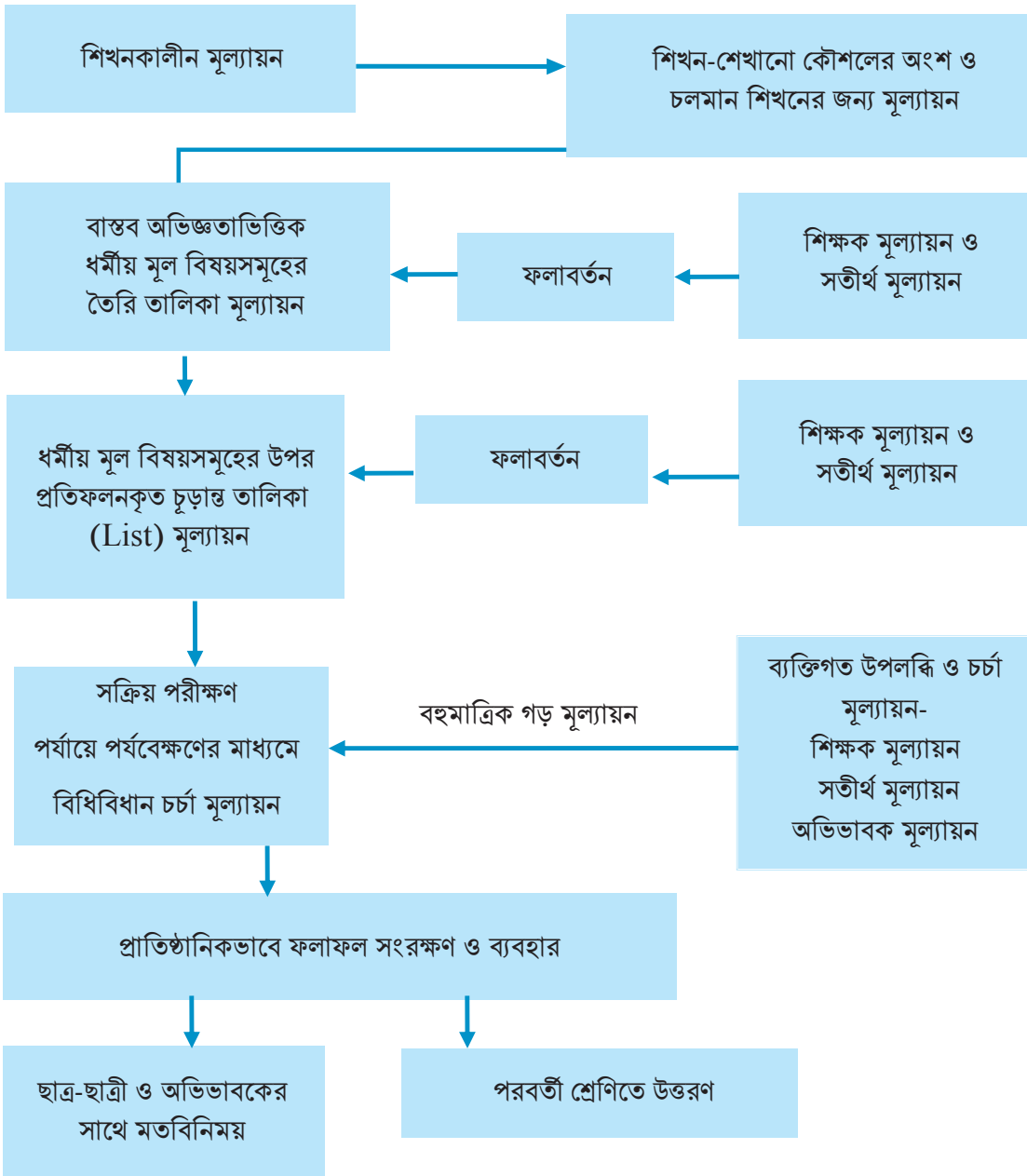

চিত্র: মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

শ্রেণির বাইরে শিখন কাজ :

শিক্ষার্থীকে পূর্ববর্তী ক্লাসের নিচে বর্ণিত কাজ বুঝিয়ে দিন।

- ✓ শ্রেণিকক্ষের বাইরে যে ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিধি, অনুশাসন পালন করি তা পর্যবেক্ষণ করতে বলুন এবং তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তালিকা ছবি সম্বলিত হতে পারে।

তৈরিকৃত তালিকা পূর্ববর্তী জ্ঞান যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে শীল বিষয়ে পাঠের অভিজ্ঞতা বলে বিবেচনা করুন।

নমুনা :

- ➢ ধর্মীয় নিয়ম পালন করি
- ➢ সংযম করি
- ➢ সদাচরণ করি
- ➢ শৃঙ্খলা মেনে চলি
- ➢ ছবি।

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৮

শ্রেণির বাইরের কাজ : তোমার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-অনুশাসনমূহ পর্যবেক্ষণ করো এবং একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
নির্দেশিকা : তালিকাটি ছবি সম্বলতি হতে পারে

বাস্তব অভিজ্ঞতা :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু তুলে আনার চেষ্টা করুন।

১. তুমি প্রতিদিন কী কী ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আচার পালন করো?

২. ধর্মীয় কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান শুরুর আগে কী কী করা হয়? (ব্রেইন স্টোর্মিং এর মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি বের করে আনুন)

৩. তোমাদের বাড়িতে বা প্রতিবেশী কাউকে শীল পালন করতে দেখেছ?

৪. তাহলে শীল কী? যে কোনো দু'টি শীল বল তো? (ডেমোনেস্ট্রেশন) শীল কয় প্রকার?

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ১৯

তোমাদের বাড়িতে ও প্রতিবেশী কাউকে শীল গ্রহণ ও পালন করতে দেখেছ? অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করো।

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়

ক) জোড়া গঠন করুন। প্রতিটি জোড়ায় একটি করে রঙিন কাগজ বা পোস্টার পেপার (হলুদ, সবুজ, কমলা, হালকা নীল) প্রদান করুন। শিখন উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের সময় এলাকায় সহজলভ্য ও রিসাইকেল উপকরণ ব্যবহারে সচেষ্ট হোন। জোড়া তৈরির সময় অবশ্যই একীভূতকরণ (Inclusion) বিষয়টি লক্ষ রাখবেন। একীভূতকরণে জেন্ডার, বিভিন্ন শ্রেণির সংমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করুন।

[চঞ্চল ও প্রভার কেস স্টাডি দুটি লক্ষ করুন।]

খ) শিক্ষার্থীদের প্রথমে চিন্তা করতে বলুন এবং পরে জোড়ায় অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর প্রতিফলন করতে বলুন এবং উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হতে বলুন। প্রতিফলনসাপেক্ষে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলো লিখতে বলুন-

১. তুমি কি শীল পালন করো? কী কী?

২. শীল পালন করলে জীবনে কী পরিবর্তন আসতে পারে?

৩. শীল পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে কী পরিবর্তন আসে?

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২০

জোড়া গঠন করো এবং জোড়ায় লিখিত প্রশ্নের উপর প্রতিফলন করো। তোমার চিন্তা ও প্রতিফলন শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

তোমরা কী শীল গ্রহণ ও পালন করো?

শীল পালন করলে জীবনে কী পরিবর্তন আসে?

গ) জোড়ায় কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীরা কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পাদন করছে কি না, তা শিখনকালীন মূল্যায়নে লিপিবদ্ধ করুন। ফলাবর্তন প্রদানের কৌশল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কন্সট্রাকটিভ বা গঠনমূলক ফলাবর্তন নিশ্চিত করুন।

মূল্যায়নক্ষেত্র : শ্রেণির কাজে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক

পরিমাপক ক্ষেত্র	*	**	***	লিখিত মতামত
সক্রিয় অংশগ্রহণ (দৃষ্টিভঙ্গি)				
চর্চা (শীল পালনের মাধ্যমে অর্জিত মানবিক গুণাবলি)				
দলে/জোড়ায় অংশ গ্রহণ				
অভিজ্ঞতা বিনিময় (জ্ঞান)				
নিষ্ঠা (মূল্যবোধ)				
উপস্থাপন (দক্ষতা)				

প্রতিফলন উপস্থাপন :

ঘ) শিক্ষার্থীরা চিন্তা ও আলোচনাকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ঙ) শিক্ষার্থীর প্রতিফলনকৃত বিষয়গুলোর মূল শব্দ সমগ্র (Key Words) বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীর উপস্থাপনের পাশাপাশি এই প্রক্রিয়াটি চলবে, যাতে বোর্ডে একটি পরিষ্কার ও সহজ প্রবাহ চিত্র তৈরি হয়।

নমুনা

চ) পরবর্তী পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি : শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে তৈরি কনসেপ্ট ম্যাপটি প্রদর্শন করুন (যা বোর্ডে তৈরি করা হয়েছে) এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। পরবর্তী পাঠে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে—এই বলে আগ্রহ সৃষ্টি করুন এবং ক্লাস শেষ করুন।

ছ) বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যায় ও প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায় সম্পূর্ণ করতে ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন পর্যায়

ক) প্রস্তুতি : শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে তৈরি কনসেপ্ট ম্যাপটি পুনরায় প্রদর্শন করুন (যা বোর্ডে তৈরি করা হয়েছে) এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

খ) পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তৈরিকৃত কনসেপ্ট ম্যাপের মতো আরো কনসেপ্ট ম্যাপ তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করুন। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিচের বিষয়ের উপর কনসেপ্ট ম্যাপ বোর্ডে তৈরি করুন।

কনসেপ্ট ম্যাপ : * বিভিন্ন শীলের * শীলের প্রয়োজনীয়তা

নমুনা : বিভিন্ন শীল

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

বিভিন্ন রকম শীল সম্পর্কে চিন্তা করো এবং শীলসমূহের নাম লিখে নিচের প্রবাহ চিত্রটি পূর্ণ করো। শ্রেণিতে অন্যদের সাথে প্রবাহ চিত্রটি বিনিময় করো অথবা তোমরা তৈরিকৃত প্রবাহ চিত্রটি শ্রেণিতে অন্যদের দেখাও।

নমুনা : শীলের প্রয়োজনীয়তা।

- সম্প্রীতি ।
- দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠা - মূল্যবোধ সৃষ্টি
- সদাচরণ করা
- শৃঙ্খলা মেনে চলা

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২১

শীলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করো, সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো এবং নিচে চিন্তাগুলো লিখে রাখো।

গ) কনসেপ্ট ম্যাপ থেকে শীলের সংজ্ঞা, শীলের পরিচয়, প্রকারভেদ, শীল পালনের সুফল এবং কারা কোন শীল পালন করে, তা আলোচনা করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন বা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। চাইলে ভিডিয়ো উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি বা গল্পের মাধ্যমে বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন।

ঘ) ভিডিয়ো প্রদর্শন ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন :

শিক্ষার্থীকে একটি ভিডিয়ো উপকরণের মাধ্যমে পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি প্রদর্শন করুন। ভিডিয়ো প্রদর্শন চলাকালে শির্ক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ-২২

শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন। এক্ষেত্রে বইয়ের **QR Code** অনুসরণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ - ২৩

পঞ্চশীল অনুশীলন চর্চার জন্য এসো শপথ গ্রহণ করি। সমবেতভাবে পঞ্চশীল পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করবো। তোমার শিক্ষক শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

সুরামেরেয়-মজ্জ- পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

বাংলা অনুবাদ

প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চুরি করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

প্রমত্ততার কারণ সুরা মৈরেয় দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ (নিজ কর্মপরিকল্পনা)পর্যায়

ক) প্রস্তুতি :

শিক্ষার্থী কী কী ধর্মীয় কার্যাবলি গত কয়েক দিনে করেছে তা নিজের খাতায় লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীকে তার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। চাইলে নিজেও একটি নমুনা ছক প্রদান করতে পারেন।

নিচের অংশগ্রহণমূলক কাজটি শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৪

জোড়া গঠন করো এবং জোড়ায় লিখিত প্রশ্নের উপর প্রতিফলন করো। তোমার চিন্তা ও প্রতিফলন শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

তোমরা কী শীল গ্রহণ ও পালন করো ?

শীল পালন করলে জীবনে কী পরিবর্তন আসে ?

শীল পালনের মাধ্যমে সমাজে কী পরিবর্তন আসতে পারে ?

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৫

বিগত কয়েক দিন তুমি কী কী ধর্মীয় কাজ চর্চা ও পালন করেছ তা খাতায় লেখো। (একক কাজ)

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৬

এসো নিজে করি: কিছু মানবিক গুণাবলি ও নৈতিক কাজ পরিবার ও সমাজে চর্চার জন্য নিজ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করো। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলো করছ কি না, তার রেকর্ড নিচের ছকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করো। যে কাজগুলো তুমি করেছ তার পাশে তারকা চিহ্ন (*) দাও। তোমার অভিভাবককে তোমার কাজের মূল্যায়ন করতে বলো এবং তুমি নিজেও নিজের কাজকে মূল্যায়ন করো। দুটি মূল্যায়নের তথ্যই নিজের ছকে লিখে রাখো।

খ) কর্ম পরিকল্পনা তৈরি:

শীল সম্পর্কে জেনে নিচের তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন :

নিজ

পরিবার

সমাজ

এই প্রক্রিয়ায় আপনি কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থী কাজ করছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য লিপিবদ্ধ করুন।

গ) পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন :

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর কর্মপরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করুন, মতামত ও ফলাবর্তন প্রদান করুন। এই প্রক্রিয়াটি একের পর এক পর্যায়ক্রমে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে নিজ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও চর্চায় ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে। ফলাবর্তন প্রদানের কৌশল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে কন্সট্রাকটিভ বা গঠনমূলক ফলাবর্তন নিশ্চিত করুন। এটি একটি একক কাজ।

[ফলাবর্তনের ধরন ও উদাহরণ ছকটি বিবেচনা করে ফলাবর্তন প্রদান করুন।]

ঘ) শিক্ষার্থীকে স্ব-মূল্যায়ন ছকটি প্রদর্শন করুন এবং প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থী নিজেকে আগামী ৩-৪ সপ্তাহ প্রদানকৃত ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবে এবং মূল্যায়নশেষে শিক্ষককে স্ব-মূল্যায়ন ছকটি জমা দেবে।

ঙ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক পৃথক মূল্যায়নপত্র অনুসরণ করুন এবং আগামী ২-৪ সপ্তাহ ব্যাপী পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

গ) অভিভাবককে একটি মূল্যায়নপত্র দিন এবং অভিভাবকের কাছ থেকে ২-৪ সপ্তাহ শিক্ষার্থীর বিধিবিধান পালন পর্যবেক্ষণের পর মূল্যায়নপত্র সংগ্রহ করুন।

ঘ) বহুমুখী (স্ব-মূল্যায়ন, অভিভাবকের মূল্যায়ন, শিক্ষকের মূল্যায়ন) মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্ত শিখনকালীন গড় মূল্যায়ন তৈরি করুন এবং লিপিবদ্ধ করুন

ঙ) শিক্ষক, সকল শিক্ষার্থী ও আভিভাবক নিম্নে উল্লিখিত মূল্যায়ন ছকটি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে চর্চা ও অনুশীলন করলে টিক চিহ্ন ব্যবহার করুন এবং সকল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবককে ব্যবহার করতে বলুন।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র :

ধর্মীয় বিধি-বিধান, মানবিক গুণাবলি চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক : শিক্ষক মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা পোষণ করা	সততা চর্চা করা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					
পারিবারিক পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা	পরিবারের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

বিদ্যালয় পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	শৃঙ্খলা মেনে চলা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					
পঞ্চশীল					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা	স্বাস্থ্য হানিকর জাতীয় দ্রব্য (মাদক ও নেশা জাতীয়) গ্রহণ থেকে বিরত থাকা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

মূল্যায়ন ক্ষেত্র :

ধর্মীয় বিধি-বিধান, মানবিক গুণাবলি চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক : শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা পোষণ করা	সততা চর্চা করা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					
পারিবারিক পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা	পরিবারের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

বিদ্যালয় পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	শৃঙ্খলা মেনে চলা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

পঞ্চশীল					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা	স্বাস্থ্য হানিকর জাতীয় দ্রব্য (মাদক ও নেশা জাতীয়) গ্রহণ থেকে বিরত থাকা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

মূল্যায়ন ক্ষেত্র : ধর্মীয় বিধি-বিধান, মানবিক গুণাবলি চর্চা এবং শ্রেণিতে সক্রিয়তার মূল্যায়ন ছক : অভিভাবকের মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	পরিচ্ছন্নতা চর্চা করা	সহিষ্ণুতা পোষণ করা	সহযোগিতা করা	সহমর্মিতা পোষণ করা	সততা চর্চা করা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					
পারিবারিক পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধশীল থাকা	বড়দের আদেশ মেনে চলা	ছোটদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা	অন্যের কাজে সহযোগিতা করা	পরিবারের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

বিদ্যালয় পর্যায়					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী থাকা	সতীর্থদের প্রতি দায়িত্ববান থাকা	কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা	সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা	শৃঙ্খলা মেনে চলা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

পঞ্চশীল					
ক্ষেত্র সপ্তাহ	প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা	মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা	অদত্তবস্তু বা অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা	লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে অসম্মান করা (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা	স্বাস্থ্য হানিকর জাতীয় দ্রব্য (মাদক ও নেশা জাতীয়) গ্রহণ থেকে বিরত থাকা
প্রথম					
দ্বিতীয়					
তৃতীয়					
চতুর্থ					

৪. শিখন ঘণ্টা :

Concept mappings এবং Individual Action Plan অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি আনুমানিক ৮-৯ শিখন ঘণ্টা ব্যবহার হতে পারে। যেখানে শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিখন ঘণ্টা হবে ১-২।

৫. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম ফলাবর্তন:

কনসেপ্ট ম্যাপিং-এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুধাবন এবং individual action plan এর ভিত্তিতে চর্চার অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি কেমন হলো তা নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়নকৃত সামষ্টিক ফলাফল ভবিষ্যৎ ব্যবহার ও দিক নির্দেশনার জন্য লিপিবদ্ধ করুন।
কনসেপ্ট ম্যাপিং ও নিজ কর্ম পরিকল্পনা শিখন কার্যক্রম ফলাবর্তন ছক (শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য)

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম : নিজ কর্মপরিকল্পনা	
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)	- - -
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	- - -
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?	- -
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)	- - -

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭

শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পূর্ণ করুন :

*** প্রতিটি অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী তার বইয়ে ফিরে দেখা ছকটি পূরণ করেছে কি না লক্ষ রাখুন। ফিরে দেখা ছকটির তথ্য চলমান শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য রেকর্ড হিসেবে আপনার সহায়ক হবে। শিক্ষার্থীর বইয়ে লেখা ও অংশগ্রহণমূলক কাজ সম্পূর্ণ করার তথ্য চলমান শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য রেকর্ড করে রাখুন।

ফিরে দেখা : নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে স্টার (*) চিহ্ন দাও :

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		
২৫		
২৬		
২৭		

চতুর্থ অধ্যায়

দান

১. যোগ্যতা- ২:

বৌদ্ধধর্মের বিধি-বিধান (বয়স উপযোগী) অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা: যোগ্যতা ২-অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী বয়স উপযোগী ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-বিধান পর্যবেক্ষণ করবে, পালনে আগ্রহী হবে এবং জীবনে চর্চায় সচেষ্ট হবে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম- ৩

শিক্ষার্থী পূর্ব অভিজ্ঞতা বিনিময়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত Concept mappings এবং Reflective Writing (প্রতিফলনমূলক লিখন) এর মাধ্যমে দান সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুধাবন ও চর্চা করার শিখন কার্যক্রম।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সারসংক্ষেপে :

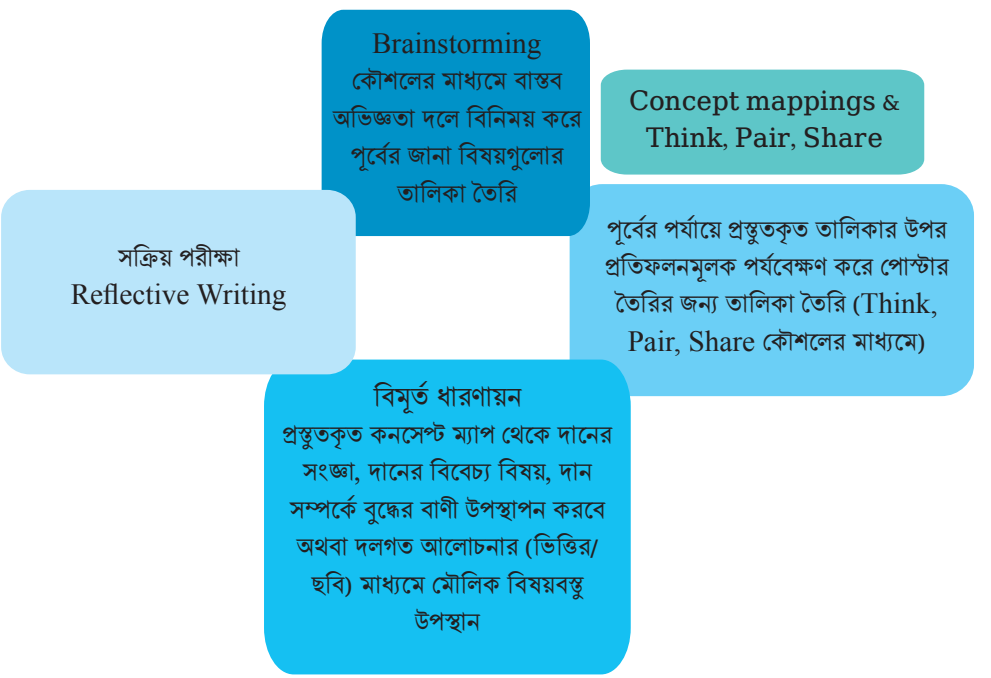

চিত্র : অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং Reflective Writing শিখন চক্র

ক্রস-কাটিং বিষয়াবলি

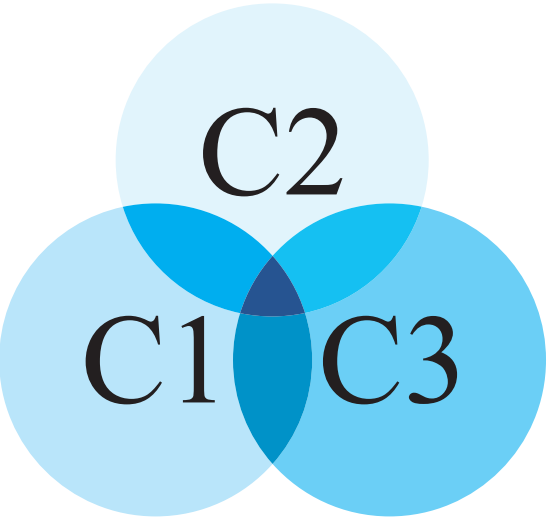

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

দান বৌদ্ধধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক বিষয়। এ বিষয়টি ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি অংশ। শিক্ষার্থী ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করবে (C_2) যা উপলব্ধির জন্য বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেনে, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ করতে পারবে (C_1) । ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধর্মীয় মানবিক গুণাবলি (সততা, সহযোগিতা, নিষ্ঠা) চর্চা ও প্রদর্শন করবে (C_3)। সুতরাং দান বিষয়ের মাধ্যমে যোগ্যতা C_1, C_2 এবং C_3 অর্জন সম্ভব হবে।

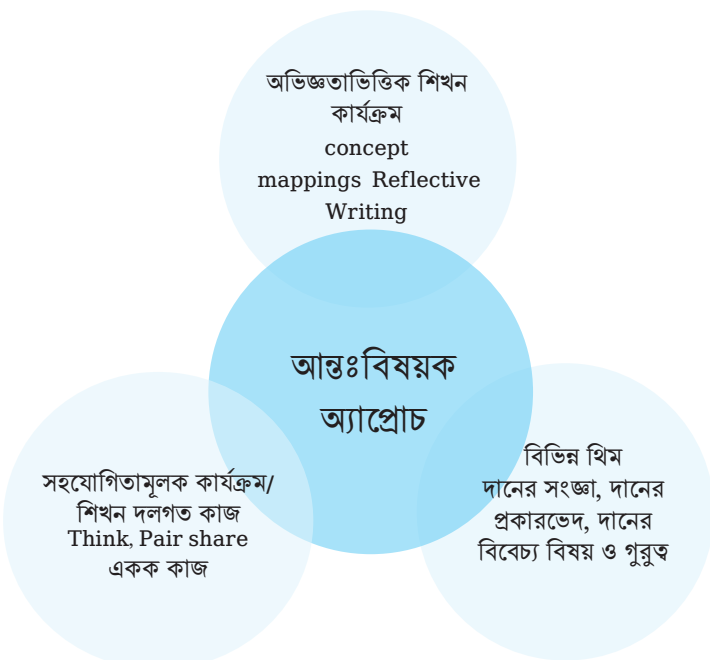

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং

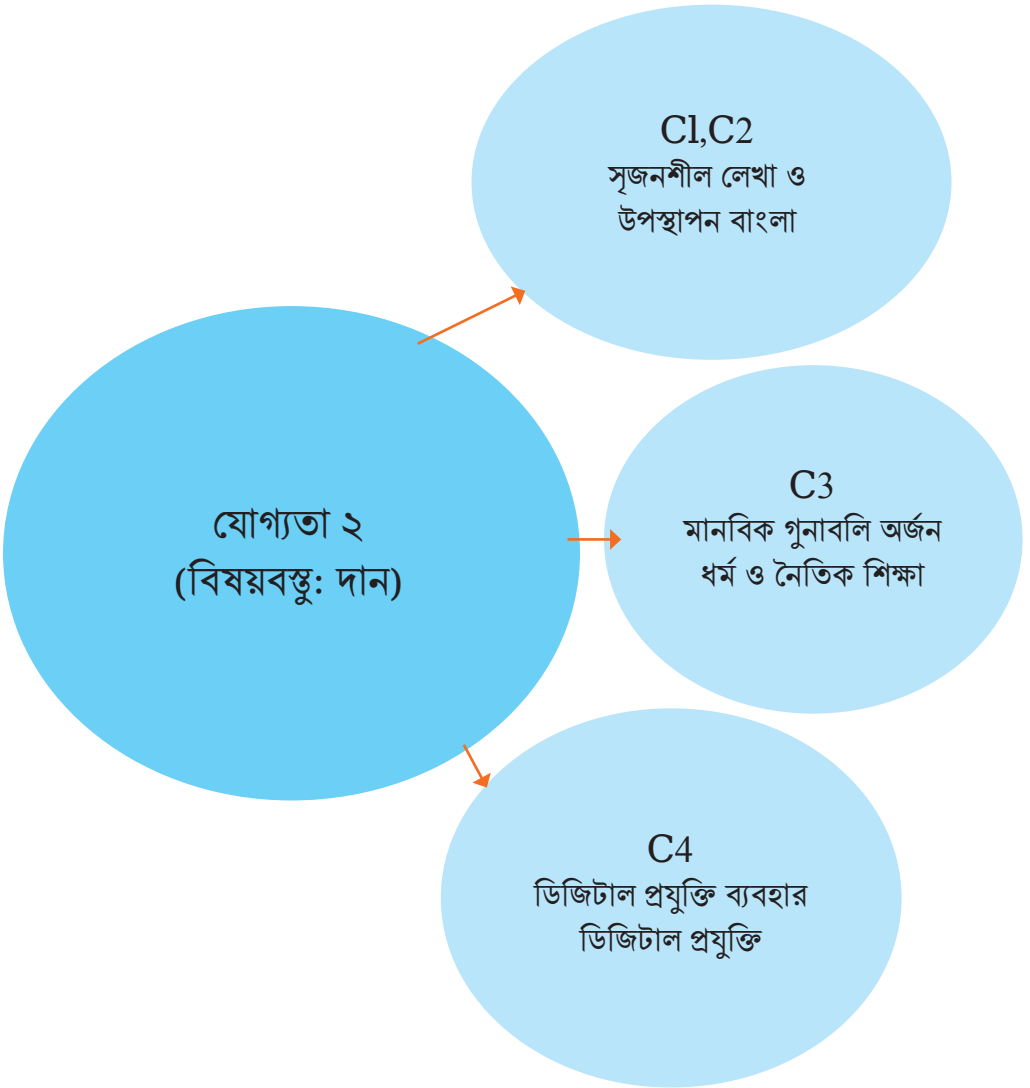

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা ম্যাপিং

৪. মূল্যায়ন

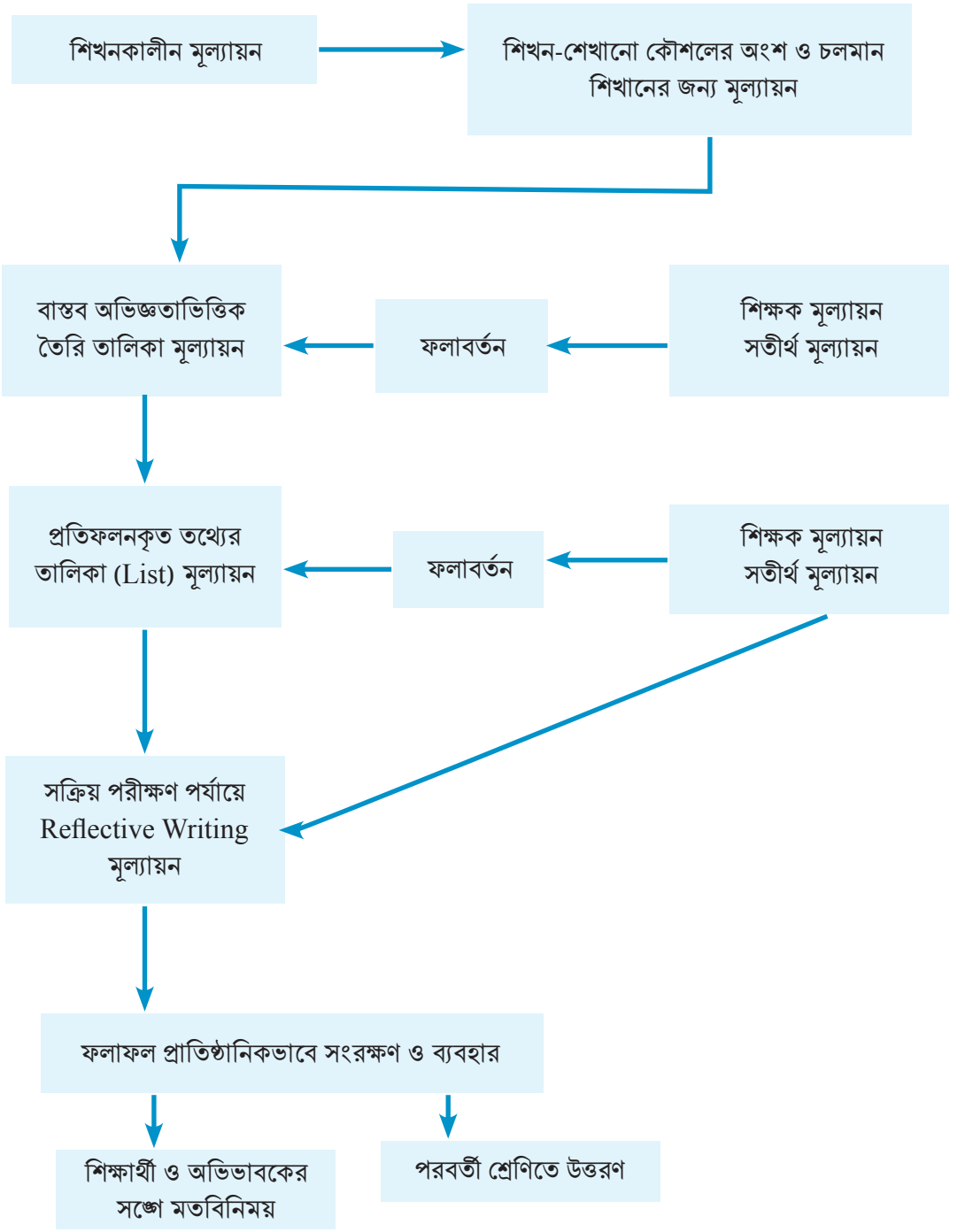

চিত্র: মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়

ক) শিক্ষার্থীদের সাথে পূর্ববর্তী ক্লাসের সংক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা কিংবা বাড়ির কাজ মূল্যায়নের পর নিম্নোক্ত কাজসমূহ বুঝিয়ে দিন-
বিহারে সাধারণত আমরা কোন ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি, তা বলতে বলুন। (ভিডিয়ো, ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত কোনো দানানুষ্ঠানের ভিডিয়ো দেখাতে পারেন।)

খ) বাড়িতেও আমরা কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি তার তালিকা তৈরি করতে বলুন।
তৈরিকৃত তালিকা পূর্ববর্তী জ্ঞান যাচাইয়ের আলোকে 'দান' বিষয়ে পাঠের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করুন।

নমুনা :

১. ভিক্ষু সঙ্ঘকে পিন্ডদান করি।

২. ভিক্ষু সঙ্ঘকে পানীয় দান করি।

৩. ভিক্ষু সঙ্ঘকে চীবর দান করি।

৪. ভিক্ষু সঙ্ঘকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করি।

৫. দানের দৃশ্য প্রকাশ পায় এমন ছবি।

গ) অংশগ্রহণমূলক কাজ - ২৮ সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৮

ধর্মীয় দান অনুষ্ঠানের ছবি সংযুক্ত করো অথবা নিচে আঁকো।

ঘ) Brainstorming কৌশলের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয় তুলে আনুন-

১. শিক্ষার্থীর বন্ধুরা, আমরা বাড়িতে কিংবা বিহারে কোন কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি?

২. আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে কাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়?

৩. তোমরা কোন কোন দানে অংশ গ্রহণ করেছ? (এমন দানের তালিকা তৈরি করতে বলুন)

৪. তাহলে দান কী? দান করতে গেলে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

ঙ) অংশগ্রহণমূলক কাজ- ২৯ সম্পূর্ণ করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ২৯

তুমি কী কী দান করেছ তার একটি তালিকা তৈরি করো। (একক কাজ)

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ : (দলগত কাজ)

ক) শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলে শিক্ষা উপকরণ (পোস্টার, পেপার, কলম ইত্যাদি) সরবরাহ করুন।

খ) শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে পূর্বের আলোচিত বিষয়বস্তু চিন্তা করতে বলুন এবং দলগতভাবে আলোচনা করে প্রতিফলিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বলুন। প্রতিফলন এর আলোকে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলো পোস্টারে লিখতে বলুন। নিম্নোক্ত প্রশ্নের তথ্যগুলোই মূলত বিবেচ্য হবে।

১. তোমরা কোনো দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ/যোগদান করেছ?
২. আমরা দান করি কেন?
৩. দানের দ্বারা নিজের এবং সমাজ জীবনে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?

গ) শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করছে কি না তা শিখনকালীন মূল্যায়নে লিপিবদ্ধ করুন।

ঘ) এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩০ সম্পূর্ণ করাতে হবে। শিক্ষার্থী তাদের উল্লিখিত দানের উদাহরণের সাথে দানের প্রকারভেদ সামঞ্জস্য করতে পারে কি না সে বিষয়ে খেয়াল রাখুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩০

পরিবার ও সমাজে তোমার/তোমাদের দেখা দানের কিছু উদাহরণ দাও। (একক/দলগত কাজ)

……
……
……
……
……
……

ঙ) শিক্ষার্থীরা চিন্তা ও আলোচনাকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

চ) শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনকৃত মূলশব্দ (key words) বোর্ডে লিখুন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের পাশাপাশি এই প্রক্রিয়াটি চলমান থাকবে। (যেহেতু বোর্ডে এ প্রক্রিয়ায় সহজ প্রবাহ তৈরি করা যায়)
নমুনা :

ছ) পরবর্তী পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি :

শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয় বস্তুর আলোকে তৈরি Concept map টি বোর্ডে আঁকুন এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। পরবর্তী পাঠে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে -এই বলে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করুন।

জ) শিক্ষার্থীর দানের বিবেচ্য বিষয়ের উপর বিষয়বস্তুর আলোকে তৈরিকৃত Concept map টি বোর্ডে তৈরি করুন এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ - ৩১ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

Concept map দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়-

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩১

দানের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করো। (একক/দলগত কাজ)

নমুনা : দানের বিবেচ্য বিষয়

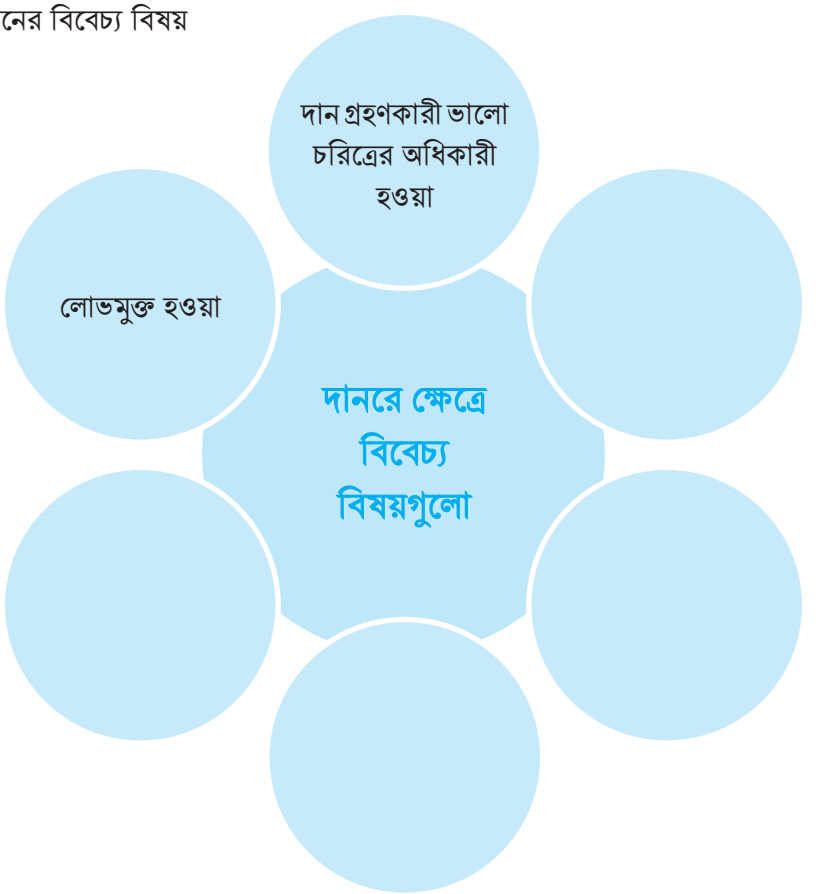

নমুনা : Concept map বুদ্ধের উপদেশ (দান সম্পর্কীয় উপদেশ)

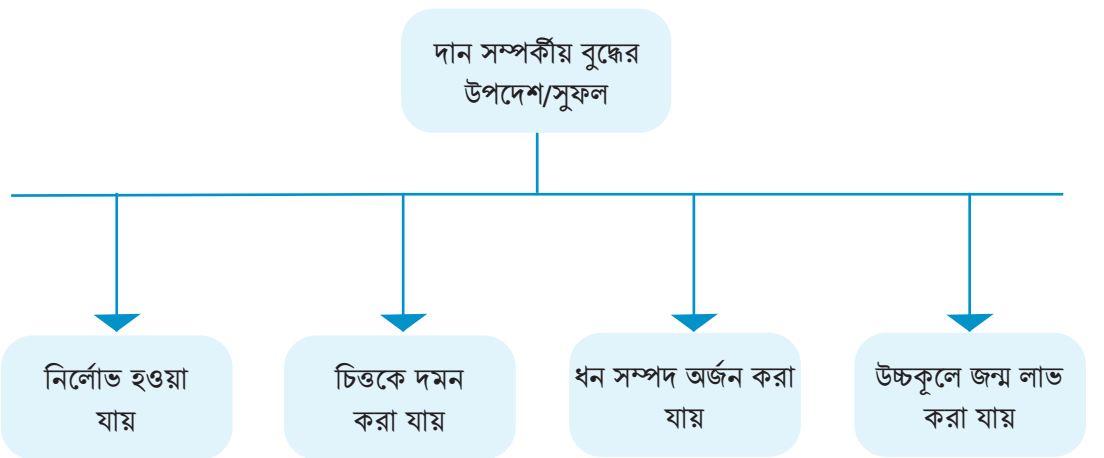

নমুনা : সুফলসমূহ

- সম্প্রীতি
- ব্যবস্থাপনা
- ঐক্য
- ইচ্ছা
- অহিংস মনোভাব
- শ্রদ্ধাবোধ

৩.৩ বিমূর্ত ধারণা :

ক) Concept map থেকে দানের সংজ্ঞা দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় বুদ্ধের উপদেশ (জ্ঞান সম্পর্কীয়) দানের গুরুত্ব/ সুফল, দান কাহিনি সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা করুন এবং পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন বা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় করান। সহজলভ্য ছবি, ভিডিয়ো ও দানের কাহিনি/ গল্পের (পাঠ সংশ্লিষ্ট) মাধ্যমে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন।

খ) ভিডিয়ো ও ছবি প্রদর্শন ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন :

শিক্ষার্থীদের জন্য ভিডিয়ো কিংবা ভূমিকাভিনয়, ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন দানানুষ্ঠানের দৃশ্য (পারিবারিক/ধর্মীয়/ সামাজিক অনুষ্ঠানে আয়োজিত) সম্বলিত ভিডিয়ো/ছবি প্রদর্শনী/ভূমিকাভিনয় করান।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ

ক) প্রদর্শনের পর সকল শিক্ষার্থীকে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দানের প্রক্রিয়া অনুশীলন বা চর্চা করান। অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩২

স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি কাজ করো এবং তুমি কোন ধরনের দাতা তা চিহ্নিত করো। (একক কাজ)

.....

.....

.....

.....

.....

শিক্ষার্থীকে কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও দান সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন তা লিখতে বলুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ- ৩৩ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৪

দানের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করো।

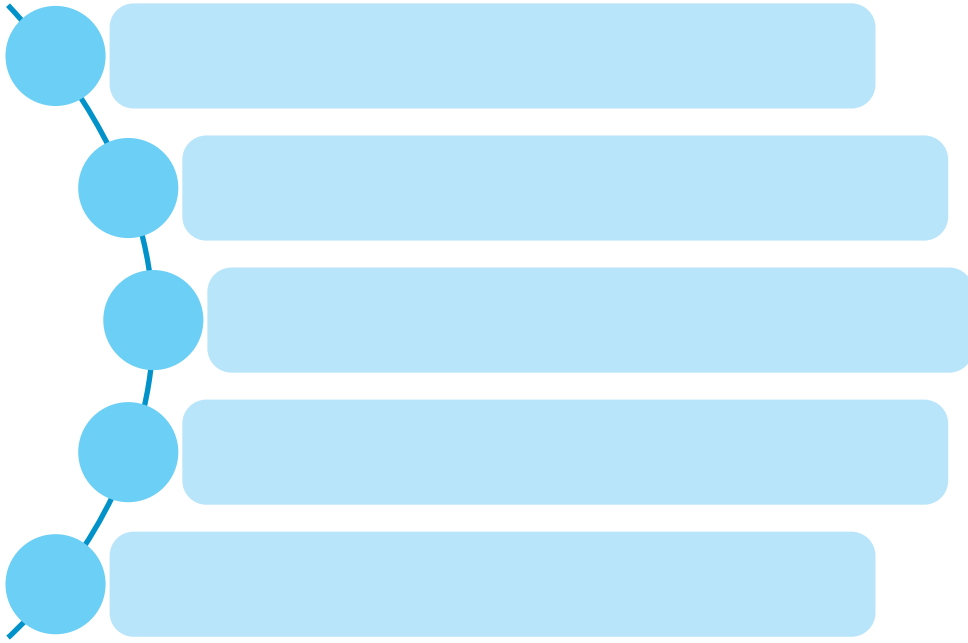

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৫

কোনো একটি দানের দৃশ্য অভিনয় করে দেখাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৬

দান বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বর্ণনা করো (Reflective Writing)।

শিক্ষার্থীকে তার দান-সম্পৃক্ততা বিষয়ক অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে বলুন। এই অ্যাসাইনমেন্টটি একটি প্রতিফলনমূলক লেখা যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজের দান চর্চার অভিজ্ঞতা প্রতিফলন করবে। (নমুনার বিষয় : দানের কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন এবং নিজ জীবনে ও পারিবারিক জীবনে দানকর্মের প্রভাব বর্ণনা) শিক্ষার্থী তা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে কিংবা বাইরে কাজটি সম্পাদন করতে পারে।

খ) এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরেও দান চর্চা করতে পারে এবং অন্য কেউ দানে আগ্রহী করতে পারে।

গ) সকলের প্রশংসা করে দান কার্য সম্পাদনে ইচ্ছা পোষণ করতে কিংবা চর্চা করতে আগ্রহী করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৭

দান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতা ছকটি পূরণ করো।

৪. মূল্যায়ন

মাসিক পরীক্ষণ পর্যায়ে জমাকৃত দান-সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন/ Assignment মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন রেকর্ড লিপিবদ্ধ করুন।

Reflective Writing মূল্যায়নের রুব্রিক্স

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	*	**	***
দানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের তথ্য উপস্থাপন	শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য আংশিক অথবা অস্পষ্ট অথবা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক।	শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং প্রমাণনির্ভর ও তথ্যনির্ভর	শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য সন্তোষজনকভাবে স্পষ্ট, প্রমাণনির্ভর ও তথ্যনির্ভর
ভাষা ও ভাষার গঠন	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি অসংগঠিত, এলোমেলো এবং কিছু বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি আংশিকভাবে সংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং অল্প বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিমুক্ত।
দান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য	শিক্ষার্থী দান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি।	শিক্ষার্থী দান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী দান সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।
দান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন	শিক্ষার্থীর দান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়নি।	শিক্ষার্থীর দান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ছে।	শিক্ষার্থীর দান চর্চার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

৫. শিখন ঘণ্টা

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি আনুমানিক ৪-৫ শিখন ঘণ্টা অথবা ৬টি সেশন (ক্লাস) ব্যবহার হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

চতুরার্য সত্য

১. যোগ্যতা ১ : বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে, উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা : বয়স উপযোগী ধর্মীয় বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক কিছু বিষয় জেনে এবং জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের শিখনচক্র (Learning Experience)- ৪

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক বিষয় চতুরার্য সত্য সম্পর্কে সহজ-সরলভাবে জানা, উপলব্ধি, প্রতিফলন ও প্রাত্যহিক জীবনে চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবে এমন একটি কর্মমুখী গবেষণার (Action Research) শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রমের শিখনচক্রটি নিম্নরূপ :

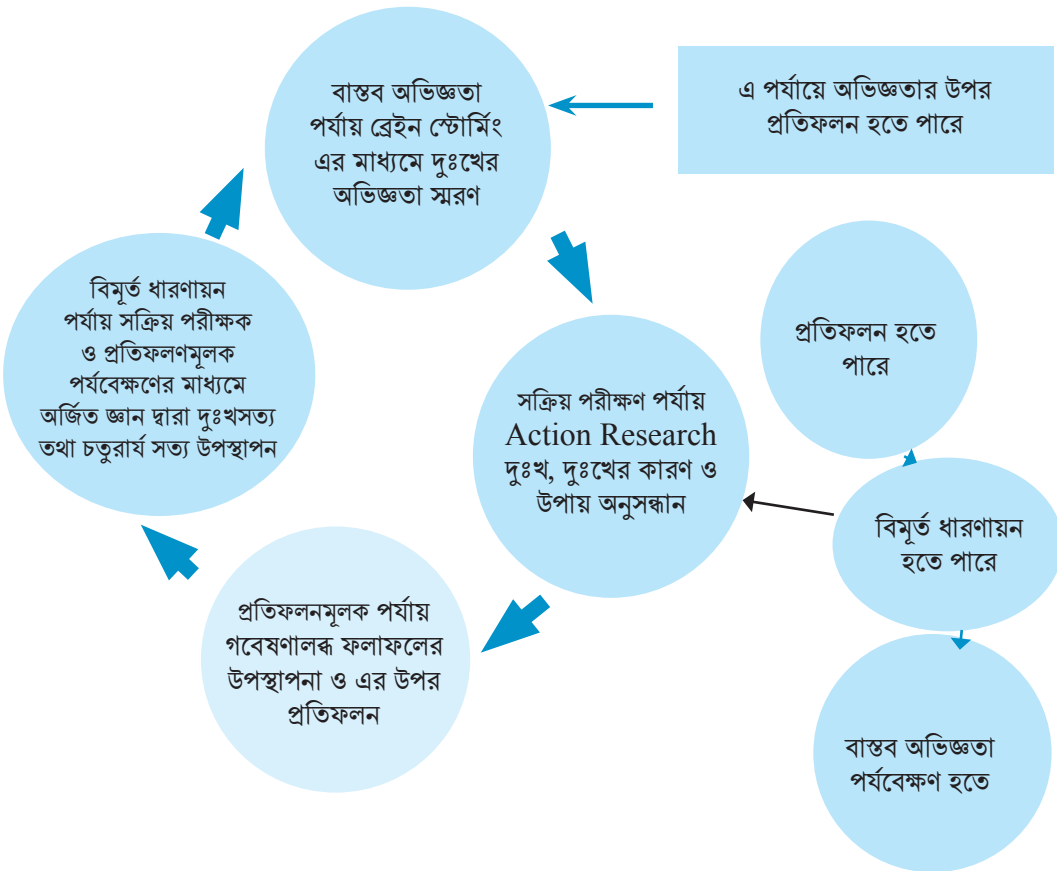

চিত্র : চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানার জন্য গবেষণাভিত্তিক শিখন অভিজ্ঞতা কার্যক্রম চক্র

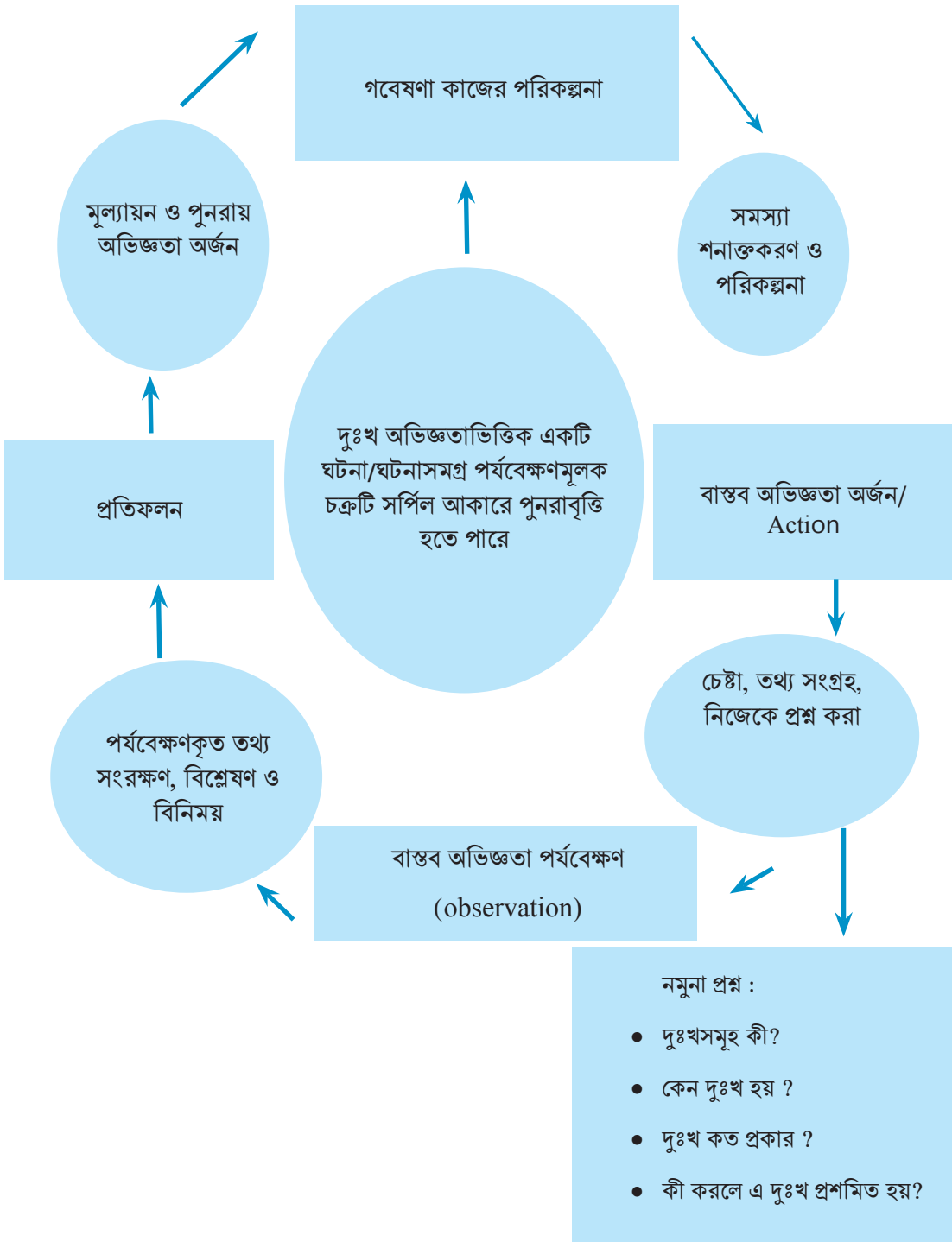
গবেষণা কাজের পরিকল্পনা
সমস্যা শনাক্তকরণ ও পরিকল্পনা
বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন/ Action
চেষ্টা, তথ্য সংগ্রহ, নিজেকে প্রশ্ন করা
বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ (observation)
পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিনিময়
প্রতিফলন
মূল্যায়ন ও পুনরায় অভিজ্ঞতা অর্জন
দুঃখ অভিজ্ঞতাভিত্তিক একটি ঘটনা/ঘটনাসমগ্র পর্যবেক্ষণমূলক চক্রটি সর্পিল আকারে পুনরাবৃত্তি হতে পারে
নমুনা প্রশ্ন :
দুঃখসমূহ কী?
কেন দুঃখ হয় ?
দুঃখ কত প্রকার ?
কী করলে এ দুঃখ প্রশমিত হয়?

ক্রসকাটিং বিষয়াবলি

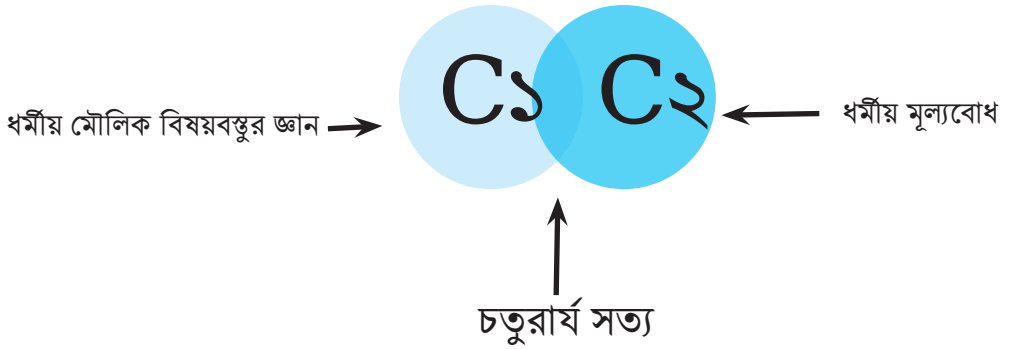

চতুরার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম মৌলিক বিষয়, যা শিক্ষার্থী একটি Action Research বা কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করবে। এভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক আবিষ্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী চতুরার্য সত্য সর্ম্পকে জানতে আগ্রহী হবে (C_1)।

পরবর্তীতে দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ) সর্ম্পকে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হবে (C_1) এবং দুঃখ হতে মুক্তি ও পরম শান্তি নির্বাণলাভ চর্চায় আগ্রহী হবে যা নিজ জীবনে ও সমাজে অনুশীলনে গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে ধর্মীয় মানবিক গুণ (নির্লোভ, সৎকর্ম, সততা, পরমতসহিষ্ণুতা) অর্জনে সহায়ক হবে (C_3)।

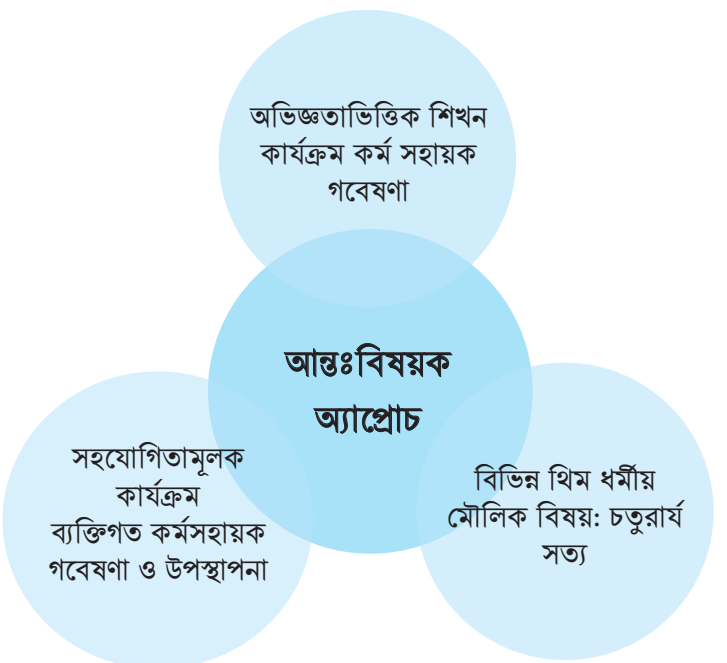

চিত্র : আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

যোগ্যতার ক্রসকাটিং:

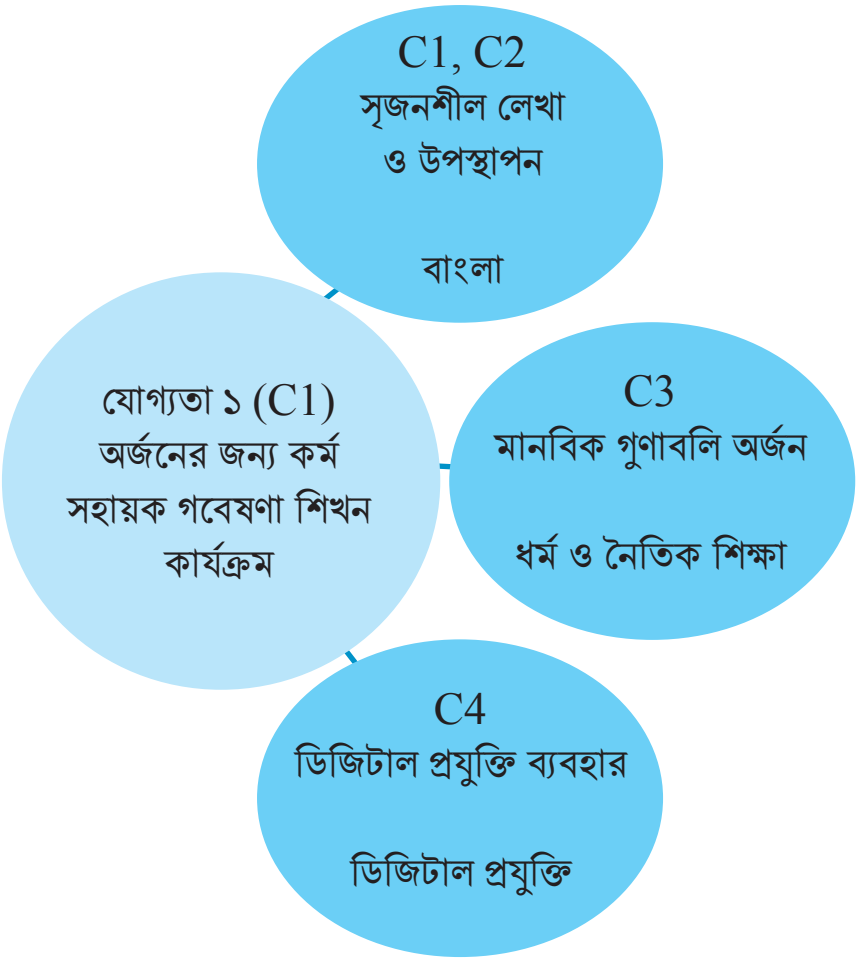
C1, C2
সৃজনশীল লেখা
ও উপস্থাপন
বাংলা
যোগ্যতা ১ (C1)
অর্জনের জন্য কর্ম
সহায়ক গবেষণা শিখন
কার্যক্রম
C3
মানবিক গুণাবলি অর্জন
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
C4
ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার
ডিজিটাল প্রযুক্তি

মূল্যায়ন

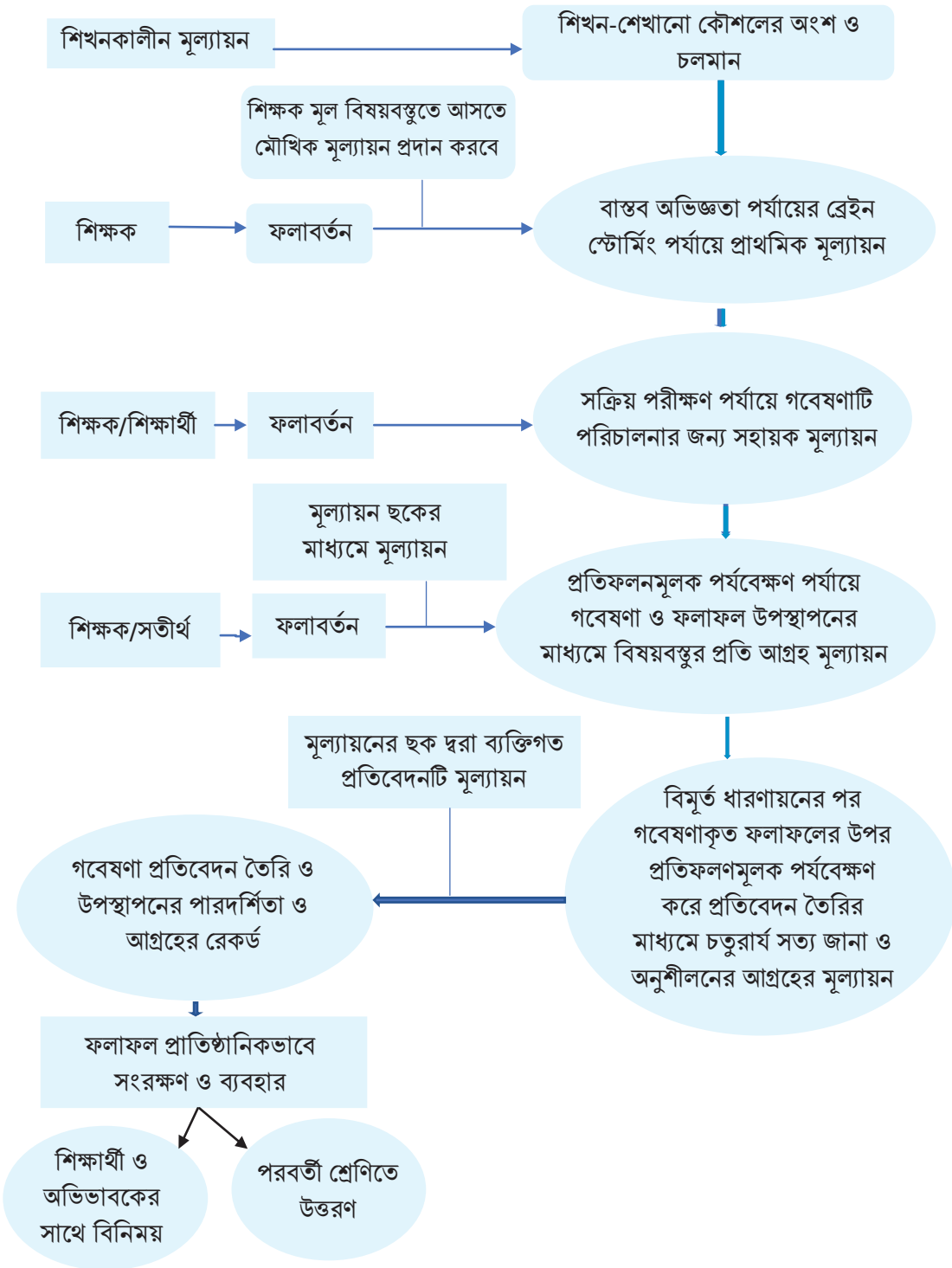
শিখনকালীন মূল্যায়ন
শিখন-শেখানো কৌশলের অংশ ও চলমান
শিক্ষক মূল বিষয়বস্তুতে আসতে মৌখিক মূল্যায়ন প্রদান করবে
শিক্ষক
ফলাবর্তন
বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়ের ব্রেইন স্টোর্মিং পর্যায়ে প্রাথমিক মূল্যায়ন
শিক্ষক/শিক্ষার্থী
ফলাবর্তন
সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়ে গবেষণাটি পরিচালনার জন্য সহায়ক মূল্যায়ন
মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন
শিক্ষক/সতীর্থ
ফলাবর্তন
প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে গবেষণা ও ফলাফল উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ মূল্যায়ন
মূল্যায়নের ছক দ্বরা ব্যক্তিগত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন
বিমূর্ত ধারণায়নের পর গবেষণাকৃত ফলাফলের উপর প্রতিফলণমূলক পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরির মাধ্যমে চতুরার্য সত্য জানা ও অনুশীলনের আগ্রহের মূল্যায়ন
গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপনের পারদর্শিতা ও আগ্রহের রেকর্ড
ফলাফল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাথে বিনিময়
পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণ

মূল্যায়ন ছক: পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্রেইন স্টোর্মিং পর্যায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন ছক

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	*	**	***	লিখিত মতামত
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মৌলিক বিষয় চতুরার্য সত্য সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ে আগ্রহী				
চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী				
চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি বিনিময়				
গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নে আগ্রহী				

চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানা, উপলব্ধি ও আগ্রহ মূল্যায়ন রুব্রিকস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	*	**	***
অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সময় ধর্মীয় মৌলিক বিষয় চতুরার্য সত্য সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ে আগ্রহী	চতুরার্য সত্য বিষয়ক তথ্য বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ে অনাগ্রহী।	শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে ১ বা ২টি অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে	শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে একাধিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে
চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী	চতুরার্য সত্য জানার প্রতি আংশিক আগ্রহী অথবা অনাগ্রহী	চতুরার্য সত্য জানার প্রতি আগ্রহী	চতুরার্য সত্য জানার প্রতি সক্রিয় ও সম্পূর্ণ আগ্রহী
চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি বিনিময়	চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে অনাগ্রহী	চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে আংশিক আগ্রহী ছিল এবং শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী আংশিক কাজ করেছে।	চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে প্রতিফলনমূলক তালিকা তৈরিতে সক্রিয় ও আগ্রহী ছিল এবং শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে।
গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন	গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা আগ্রহী অথবা অনাগ্রহী	গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নে আংশিক আগ্রহী	গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পূর্ণ আগ্রহী এবং সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছে।

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায় :

ক. সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।

খ. পূর্বের তৈরিকৃত দুঃখ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি অথবা স্লাইড প্রদর্শন করুন। এক্ষেত্রে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কোন ঘটনা/গল্প (দুঃখ সম্পর্কিত) বলতে পারেন। এক্ষেত্রে অনুশীলনমূলক কাজ : ৩৮ সম্পূর্ণ করুন।

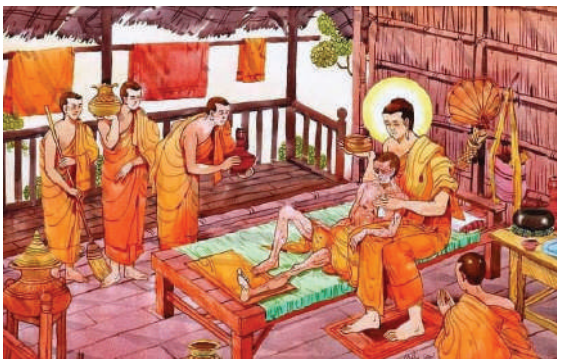

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৮

উপরের ছবিগুলো দেখে তুমি কী ধারণা পেয়েছ, তা নিচে লেখো

.....
.....
.....
.....
.....

গ. প্রদর্শিত ছবি/স্লাইড অথবা গল্প থেকে শিক্ষার্থীর নিজ জীবনের দুঃখ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে বলুন। এ পর্যায়ে Brainstorming শিখন কৌশলটি ব্যক্তিগত শিখনে ব্যবহৃত হবে যা একটি একক কাজ।

ঘ. শিক্ষার্থীদের প্রতিজনকে নিজের তথ্য ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উপর reflaction (প্রতিফলন) করতে বলুন এবং খাতায় লিখতে বলুন।

নমুনা প্রশ্ন :

১. তোমার দুঃখের একটি ঘটনা লেখো।

২. কেন তোমার দুঃখ হয়েছে/হয়?

৩. তোমার ঐ দুঃখ কীভাবে দূর হয়েছে?

৪. দুঃখটি কমাতে বা দূর করতে তুমি কী কী করেছ?

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ সম্পূর্ণ করাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৩৯

তুমি জীবনে কী কী দুঃখ পেয়েছ, তার একটি তালিকা তৈরি করো।

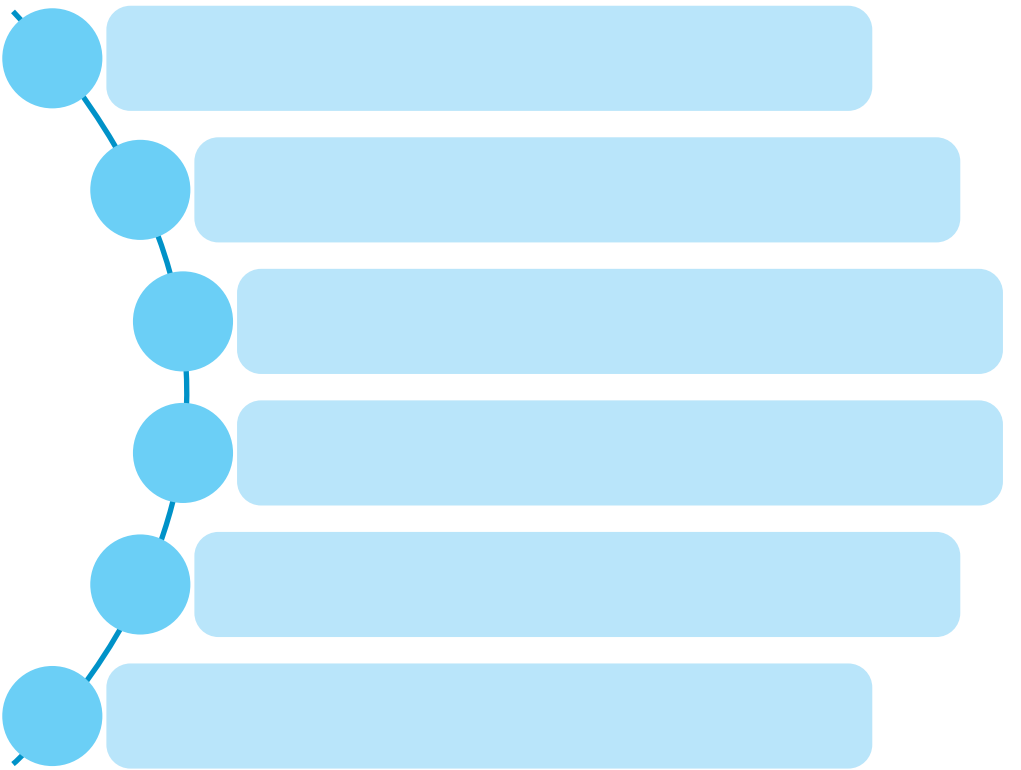

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪০

তোমার দুঃখের একটি ঘটনা লেখো।

.....

.....

.....

.....

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪১

তুমি কী কারণে দুঃখ পেয়েছিলে তা লেখো। (অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪০ উল্লিখিত দুঃখের কারণ)

.....

.....

.....

.....

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪২

তোমার পাওয়া দুঃখগুলো পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত দুঃখ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করো

জন্ম দুঃখ	জরা দুঃখ	ব্যাধি দুঃখ	অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ	প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ	কাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার দুঃখ	শারীরিক দুঃখ	মানসিক দুঃখ
					+		

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৪৩

তুমি যে দুঃখ পেয়েছিলে তা কীভাবে প্রশমিত বা দূর হয়েছিল?

ঙ. উন্মুক্ত আলোচনায় উত্তরগুলো বিস্তারিত ও বিন্যাস করুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪২ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

চ. এ পর্যায়ে শিক্ষক সহায়ক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করুন এবং শিক্ষার্থীই হবে সক্রিয় (Active learner)।

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৪ ও ৪৫ সম্পূর্ণ করতে বলুন।

ছ. এভাবে দুঃখ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং আলোচনাসাপেক্ষে একটি কর্মসহায়ক গবেষণা করতে বলুন। কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিন। কর্মসহায়ক গবেষণাটি (Action Research) একক কাজ হবে।

3DE Model (Develop, Design, Deployed and Evaluation) চিত্র।

জ. দুঃখ সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কর্মসহায়ক গবেষণার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিতে ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

ঝ. বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যায়ে চলমান শিখনকালীন প্রাথমিক মূল্যায়ন করুন এবং ফলাফল প্রদান করুন।

৩.২ সক্রিয় পরীক্ষণ :

ক. পূর্বের ক্লাসে আলোচিত কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে আবার কিছুটা (Review) রিভিউ করুন। 3DE Modelটি বোর্ডে প্রদর্শন করুন এবং আলোচনা করুন।

খ. 3DE Model ব্যবহার করে দুঃখ সম্পর্কিত গবেষণা কর্মটি পরিকল্পনা করতে বলুন। এটি একটি একক কাজ যা শেষে শিক্ষার্থীকে প্রতিবেদন দিতে হবে। অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৬ এবং ৪৭ সম্পূর্ণ করান।

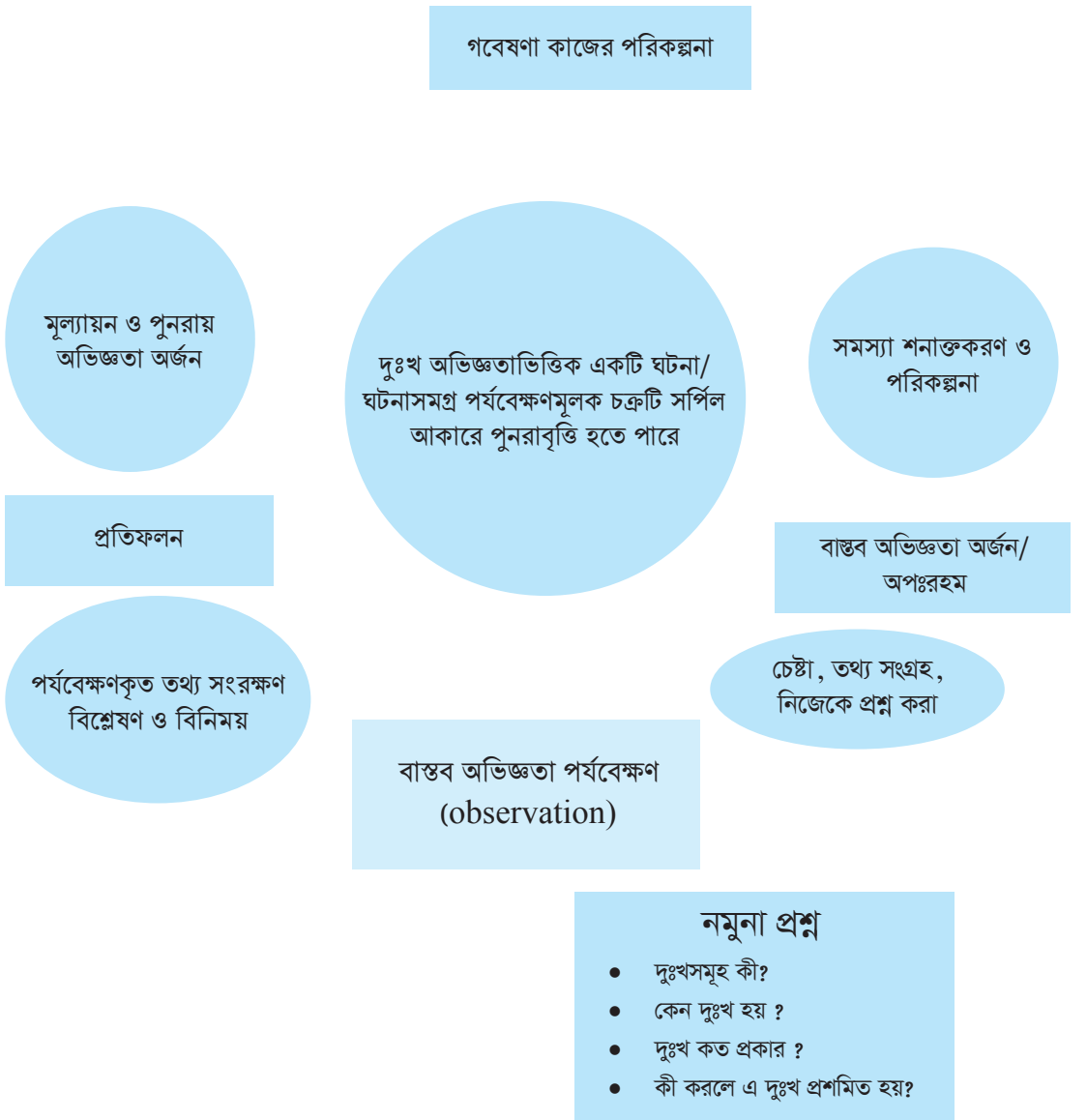

গ. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত/পারিবারিক/সামাজিক জীবনে বিভিন্ন দুঃখ অভিজ্ঞতা/ঘটনা সক্রিয় পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

ঘ. প্রতিটি শিক্ষার্থীর তৈরীকৃত গবেষণা পরিকল্পনাটি মূল্যায়ন করুন এবং যথাযথ ফলাফল প্রদান করুন যা তার গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা সহজ হয়।

ঙ. প্রতিফলনমূলক নমুনা প্রশ্নগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো যার মাধ্যমে অনুসন্ধানটি পরিচালিত হবে

--সবার কি দুঃখ হয়/আছে?

--কেন দুঃখ হয়? অথবা দুঃখের কারণ কী?

--সব দুঃখই কি এক অথবা দুঃখের কোনো প্রকার আছে?

--দুঃখ কি দূর করা যায়? কীভাবে?

চ. উপরের প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধানকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক উত্তর লিখতে বলুন এবং শ্রেণীতে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করতে বলুন। উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থী পোস্টার, বোর্ড, ছবি, রোল প্লে, ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে।

ছ. সক্রিয় পরীক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে ১-২ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করুন।

জ. শিক্ষার্থীকে কর্মসহায়ক গবেষণাটি করতে শ্রেণিকক্ষের বাইরে ৩ শিখন ঘণ্টা ব্যয় করতে বলুন।

১. দুঃখ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন/পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিফলন-১

২. তথ্য লিপিবদ্ধ করা-১

৩. তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা-১

ঝ. মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এ পর্যায়ে কর্ম চলমান মূল্যায়ন করুন এবং ফলাবর্তন প্রদান করুন। সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়টি সম্পূর্ণ করতে আপনি নির্দেশক ও সহায়কের ভূমিকা পালন করুন এবং শিক্ষার্থীকে স্বশিখনে (Active learning) আগ্রহী করুন।

৩.৩ প্রতিফলনমূলক পযর্বেক্ষণ পর্যায় :

ক. সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক দুঃখ অভিজ্ঞতা অর্জন/পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিফলন (Reflection) করতে বলুন।

খ. শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধানকৃত ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সকলের সাথে বিনিময় করার জন্য উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনটি একক কাজ হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলুন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৮ ও ৪৯ সম্পূর্ণ করান।

গ. শিক্ষার্থীর উপস্থাপন চলার সময় মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ করুন। সতীর্থ মূল্যায়নও করাতে পারেন।

ঘ. প্রতিফলন ও উপস্থাপনের জন্য ১-২ শিখন ঘন্টা ব্যয় করুন। অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪৪ এবং ৪৫ সম্পূর্ণ করান।

৪. বিমূর্ত ধারণায়ন :

ক. সক্রিয় পরীক্ষণ ও প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা চতুরার্য সত্য উপস্থাপন করুন। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত আলোচনা কৌশলটি ব্যবহার করুন।

খ. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন– দুঃখ কি সবার হয়? এবং তোমাদের দুঃখসমূহ উল্লেখ করো যা তোমরা গবেষণার মাধ্যমে অনুসন্ধান করে পেয়েছ।

গ. শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে 'দুঃখ সর্বজনীন' এই বাক্যটি বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীর মতামত নিন। এ থেকে 'দুঃখ আর্যসত্য' পরিচিতি দিন।

ঘ. অনুরূপভাবে গবেষণাকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দুঃখের কারণ আর্যসত্য, নিরোধ আর্যসত্য ও নিরোধের উপায় আর্যসত্যের পরিচয় দিন। এভাবে শিক্ষার্থী চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ পাবে।

ঙ. কেন চতুরার্য সত্য আমাদের জানা ও চর্চা করা প্রয়োজন—এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে লিখতে বলুন।

চ. দুঃখ তথা চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫০ সম্পূর্ণ করান। প্রতিবেদনে অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের অনুসন্ধানকৃত ফলাফল ও তার বিশ্লেষণ থাকবে তা নিশ্চিত করুন। প্রতিবেদন তৈরিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫০

তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে দুঃখ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করো এবং শিক্ষকের কাছে জমা দাও

ছ. শিক্ষার্থীর জমাকৃত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়ন তথ্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করুন।

Journal Writing মূল্যায়নের রুব্রিক্স

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	*	**	***
চতুরার্য সত্য জানা ও উপলব্ধিকৃত তথ্য উপস্থাপন	শিক্ষার্থী জানা ও উপলব্ধিকৃত তথ্য আংশিক অথবা অস্পষ্ট অথবা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক।	শিক্ষার্থী জানা ও উপলব্ধিকৃত তথ্য তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং প্রমাণনির্ভর	শিক্ষার্থী জানা ও উপলব্ধিকৃত তথ্য সন্তোষজনকভাবে স্পষ্ট, প্রমাণনির্ভর ও তথ্যনির্ভর
ভাষা ও ভাষার গঠন	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি অসংগঠিত, এলোমেলো এবং কিছু বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি আংশিকভাবে সংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং অল্প বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিযুক্ত।	শিক্ষার্থীর প্রতিফলনমূলক লেখাটি সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং বানান ও বাক্যশৈলি ত্রুটিমুক্ত।
চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য	শিক্ষার্থী চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য আংশিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।	শিক্ষার্থী চতুরার্য সত্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি ও মন্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।
চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও প্রতিফলন	চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও প্রতিফলন যথাযথ যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ নির্ভর নয়।	চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও প্রতিফলন আংশিক স্পষ্ট, যুক্তি ও তথ্য নির্ভর	চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও প্রতিফলন সুস্পষ্ট, যুক্তি ও তথ্য নির্ভর

জ. চতুরার্য সত্য অধ্যায়টি শেষে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫১ সম্পূর্ণ করান এবং পাঠ্যবইয়ের ফিরে দেখা অংশটি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পূর্ণ করান।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভূমিকা

চতুরার্য সত্য সম্পর্কে জানার জন্য কর্মসহায়ক গবেষণাটি প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজে করবে এবং আপনি এখানে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫১

চতুরার্য সত্যবিষয়ক কর্মসহায়ক গবেষণা অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সঙ্গে বিনিময় করো

৫. মূল্যায়ন

চতুরার্য সত্য সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণাকর্ম উপস্থাপন ও প্রতিবেদন মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়নের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করুন।

৬. শিখন ঘণ্টা

এই অভিজ্ঞতাটি সম্পন্ন করতে আনুমানিক ৯ শিখন ঘন্টা অথবা ১২টি সেশন অতিবাহিত হতে পারে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে ৩টি শিখন ঘন্টা অতিবাহিত করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়

চরিতমালা ও জাতক

১. যোগ্যতা-৩ : ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ পরিবেশের জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা ও সকলের সাথে সহাবস্থান করতে পারা।

যোগ্যতা-৩ থেকে শিক্ষার্থী মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং গুণাবলি চর্চার মাধ্যমে তা আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র :

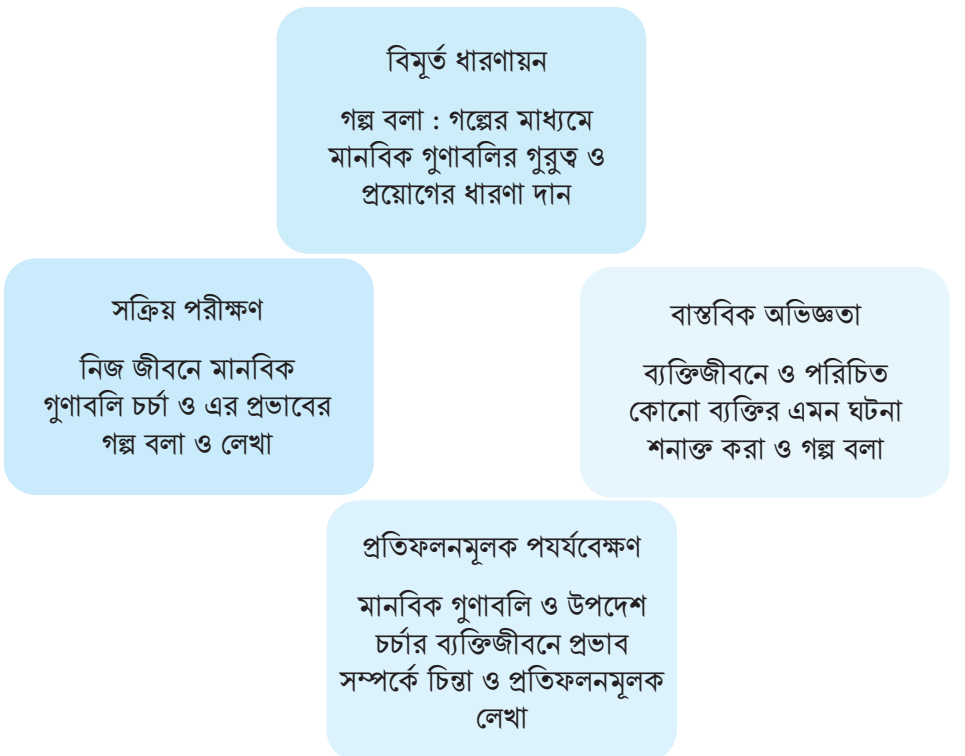

ক্রসকাটিং

আন্তঃবিষয়ভিত্তিক অ্যাপ্রোচ

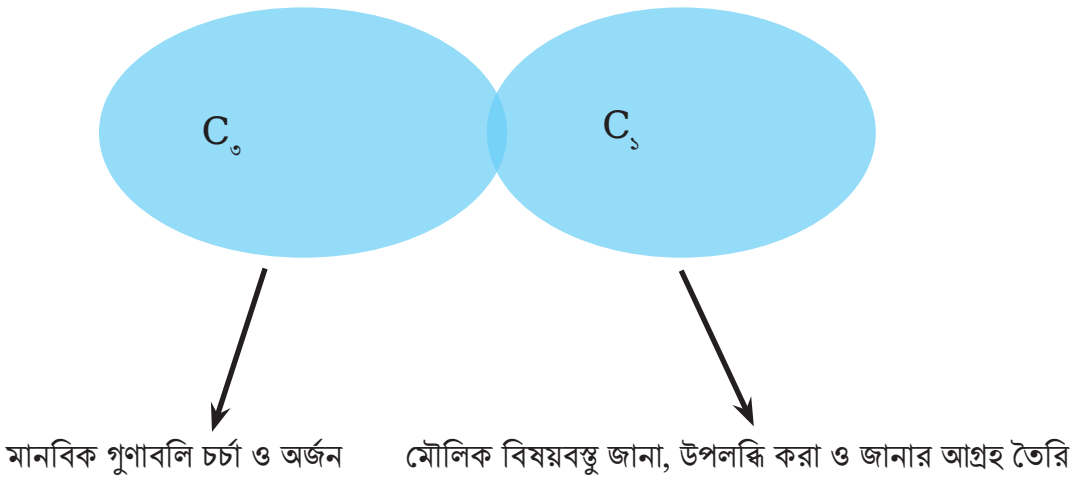

যোগ্যতা–৩ অর্জনের জন্য যে বিষয়বস্তু এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হবে, তা হলো চরিতমালা ও জাতক। এই বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের মৌলিক কিছু বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার ($C_১$) সাথে সাথে অন্তর্নিহিত মানবিক গুণাবলি ও নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ($C_৩$)। মানবিক গুণাবলি চর্চা ও অর্জনে সচেষ্ট ($C_৩$) হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী একই সাথে $C_৩$ ও $C_১$ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে।

অন্য বিষয়ের সাথে :

যোগ্যতা-৩ অর্জনের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (চরিতমালা) ও জাতক কাহিনি জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলি চর্চা ও প্রয়োগের সুযোগ পাবে এর ফলে অন্য ধর্মের যোগ্যতা-৩ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এছাড়াও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও এর গুরুত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে সামাজিক জীবনে তার আচরণের প্রভাব উপলব্ধি করবে। জীবনে ভালো থাকার জন্য এই গুণাবলি অর্জন ও চর্চায় আগ্রহী হবে, যা যথাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক যোগ্যতা অর্জনের পরিপূরক।

৩. সেশন পরিকল্পনা (চরিতমালা)

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায় :

ক) গল্প আকারে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে ‘চরিতমালা’ বিষয়বস্তুটি তুলে আনার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন। যেমন–

বলো তো, তোমার পরিবারে তুমি কাকে বেশি শ্রদ্ধা করো?

কেন তুমি তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করো?

তোমার জানামতে আর কী কেউ আছে? যাকে তাঁর মতো তুমি শ্রদ্ধা করো? বৌদ্ধধর্মে অবদান

রয়েছে– এমন কয়েকজনের নাম বলো তো।

খ) উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তর পর্যায়টি সহজভাবে পরিচালনা করুন, কোনো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত উত্তর পাওয়া না গেলে উদাহরণের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্যায়টি শেষ করুন।

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যায়

ক) জোড়া গঠন করে প্রতিটি জোড়ায় রঙিন পোস্টার পেপার দিন।

খ) শিক্ষার্থীকে প্রথমে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর চিন্তা করতে বলুন এবং পরে সতীর্থ শিক্ষার্থীর সাথে বিষয়বস্তু বিনিময় করতে বলুন। জোড়ায় আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক জ্ঞান রঙিন পেপার বা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রশ্নগুলো হলো–

১) চরিতমালা বলতে কী বোঝ ?

২) থের-থেরী কারা ?

৩) বৌদ্ধধর্মে কাদেরকে শ্রেষ্ঠী বলা হয় ?

৪) দুইজন থের, দুইজন থেরী ও দুইজন শ্রেষ্ঠীর নাম লেখো।

গ) শিক্ষার্থী জোড়ায় কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীকে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীর চিন্তা ও আলোচনাকৃত বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দিন। এক্ষেত্রে প্রতিটি জোড়াকে উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করুন। যেমন প্রতিটি জোড়া পাঁচ মিনিটের জন্য তাদের পোস্টারটি উপস্থাপন করবে।

ঙ) শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে মূল শব্দগুলো শনাক্ত করুন এবং বোর্ডে লিখুন। এ প্রক্রিয়া চলার সময় বোর্ডে একটি পরিষ্কার, সহজ ও সরল প্রবাহ চিত্র তৈরি করতে হবে।

চ) শিক্ষার্থীদের সাথে বোর্ডে তৈরিকৃত প্রবাহ চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করুন।

ছ) শিক্ষার্থীর সাথে নিম্নিলিখিত বিষয় নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনা করুন।

১) তোমরা বাড়িতে বুদ্ধপূজা করো কি?

২) তোমার বাড়িতে বুদ্ধপূজা ছাড়া আর কোন কোন পূজা করা হয়?

৩) বাড়িতে বুদ্ধের ছবি ছাড়া আর কোন কোন শিষ্যের ছবি রাখা হয় ?

মুক্ত আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ‘সীবলী থের’-র নাম শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে যাতে উঠে আসে সে বিষয়ে সচেষ্ট হোন।

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন :

ক) মুক্ত আলোচনা থেকে সীবলী থের-র নাম আসলে উনার ছবি দেখান।

খ) সীবলী থের-র জীবনী ও অবদান গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

গ) গল্প উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫২ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫২

সীবলী থেরর কোন বৈশিষ্ট্য তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘ) শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

১) লাভীশ্রেষ্ঠ কে ?

২) কী করলে মানুষ অভাবগ্রস্ত হয় না ?

৩) বুদ্ধের সময়ের কোন কোন রাজা মহারাজার ঘটনা তুমি জানো ?

ঙ) শিক্ষার্থীদের উল্লেখিত রাজা ও মহারাজাদের নাম বোর্ডে লিখুন এবং ঐ নামগুলোর মধ্য থেকে রাজা বিম্বিসারের নামটি গুরুত্ব দিন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা যেতে পারে -

১) বিম্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

২) রাজা বিম্বিসারের পুত্রের নাম কী ?

চ) রাজা বিম্বিসারের জীবনী ও অবদান গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

ছ) গল্প উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৩ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৩

রাজা বিম্বিসারের জীবনী পাঠ করে তুমি যে গুণাবলি জানতে পেরেছ, তা তোমার জীবনে কীভাবে অনুশীলন করবে, নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জ) শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিত গল্পটি বলুন এবং গল্পটির শেষে বোর্ডে পরবর্তী পাঠের শিরোনাম 'ক্ষেমা থেরী' শব্দটি লিখুন।

এক গ্রামে একজন খুবই সুন্দর মেয়ে ছিল। সে সবসময় রূপের অহংকার করতো। বয়োজ্যেষ্ঠ বা ধর্মগুরুদের শ্রদ্ধা করত না। তাই অন্যরা তার অহংকারের জন্য তাকে ভালো চোখে দেখত না। বর্ষাকালে সকল গাছপালা সবুজ পাতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। দেখতে খুবই সুন্দর দেখায়। শীতকালে পাতা ঝরে পড়ে, সেই গাছ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। তেমনি যৌবনে মানুষকে সুন্দর দেখায় কিন্তু বৃদ্ধ হলে সেই সৌন্দর্য আর থাকে না। তাই রূপ হলো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষের গুণ চিরস্থায়ী। রূপ নিয়ে কখনো অহংকার করতে নেই।

ঝ) এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৪ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৪

ক্ষেমা থেরী-র কোন বৈশিষ্ট্য তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে নিচে লেখো

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪. সক্রিয় পর্যবেক্ষণ পর্যায় :

ক) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের চরিতমালার সুফল সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

খ) জোড়া গঠন করে প্রত্যেক জেড়ায় রঙিন কাগজ দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো থেকে দুটি করে উত্তর লিখতে বলুন।

১. পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত চরিতমালার কোন গুণটি তোমকে আকৃষ্ট করেছে?

২. মনীষীদের জীবনচরিত থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ?

গ) জোড়ায় আলোচনাকরা বিষয়গুলো শ্রেণিতে সবার সাথে বিনিময় করান।

ঘ) এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ সম্পন্ন করুন।

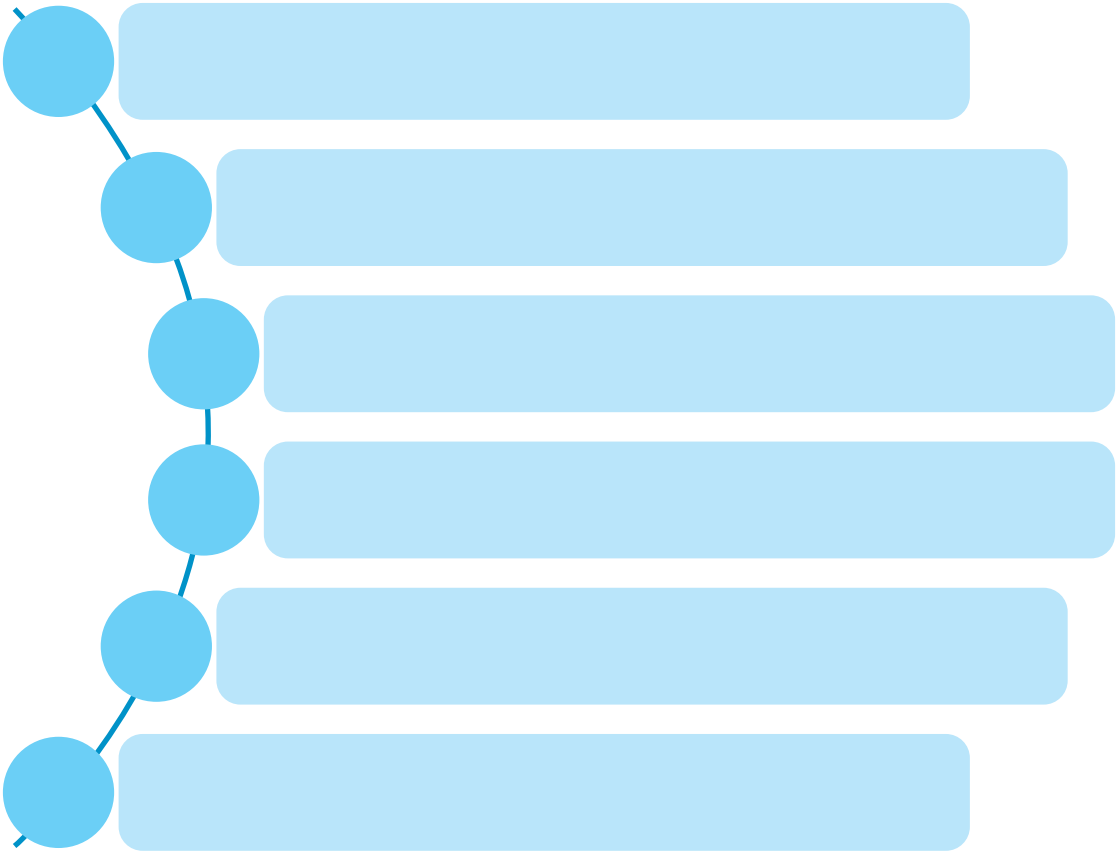

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৫

চরিতমালা/জীবনী পাঠের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করো।

.....

.....

.....

.....

.....

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৬

পাঠ্যবিষয়ের চরিতমালার কোন কোন গুণ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?

.....

.....

.....

.....

.....

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৭

তোমার মানবিক গুণাবলি চর্চার একটি ঘটনা বলো এবং নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ্যবইয়ের চরিতমালা বিষয়বস্তুটি মোট ৪ টি সেশনে সম্পূর্ণ করুন। চরিতমালার শেষ সেশনটিতে পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত শ্লোগানটি সকলে মিলে পাঠ করুন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরবর্তী পাঠ 'জাতক' সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করুন।

৩. সেশন পরিকল্পনা : জাতক

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায় : ক) Brain storming আকারে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 'জাতক' বিষয়বস্তুটি তুলে আনার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন। যেমন–

- বলো তো তোমরা কার কাছ থেকে মনীষীদের গল্প শোনো?
- তাঁরা গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধের বোধিসত্ত্বের অতীত জীবনের কাহিনি বলে আমাদের বর্তমান জীবনের উদাহরণ/উপমা দিয়ে থাকেন কেন?
- বুদ্ধ সাধারণত উপদেশ কিংবা উপমাস্বরূপ কী বলতেন জানো?

খ) বর্ণিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে প্রত্যাশিত উত্তর পাওয়া না গেলে উদাহরণ/উপমা দিয়ে পাঠটি শেষ করুন।

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যায়

ক) জোড়া গঠন করে প্রতিটি জোড়ায় পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

খ) শিক্ষার্থীকে প্রথমে নিচের প্রশ্নের উপরে চিন্তা করতে বলুন এবং সতীর্থ শিক্ষার্থীর সাথে বিষয়বস্তু বিনিময় করতে বলুন। জোড়ায় আলোচনার পর শিক্ষার্থীকে প্রতিফলনমূলক জ্ঞান পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রশ্নগুলো হলো ;

১) জাতক বলতে কী বোঝো?

২) জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী ?

৩) জাতক থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?

৪) তোমার জানা তিনটি জাতকের নাম লেখো?

গ) শিক্ষার্থী জোড়ায় কাজ করার সময় ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে শিখনকালীন মূল্যায়ন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীর চিন্তা ও আলোচনাকৃত বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দিন। এক্ষেত্রে প্রতিটি জোড়াকে উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময় প্রদান করুন। যেমন– প্রতিটি জোড়া ৫ মিনিটের মধ্যে তাদের পোস্টার পেপারটি উপস্থাপন করবে।

ঙ) শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে মূল শব্দগুলো শনাক্ত করুন এবং বোর্ডে লিখুন । এ প্রক্রিয়া চলার সময় বোর্ডে একটি পরিষ্কার, সহজ ও সরল প্রবাহ চিত্র তৈরি হবে।

চ) শিক্ষার্থীর সঙ্গে বোর্ডে তৈরীকৃত প্রবাহ চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করুন।

ছ) শিক্ষার্থীর সঙ্গে নিচের বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।

১. শঙ্খজাতকে শঙ্খ কীভাবে নৌকাডুবি থেকে রক্ষা পেয়েছিল, সে কাহিনি আলোচনা করুন।

প্রশ্নোত্তর শেষে পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত শঙ্খজাতকটি যেন শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে উঠে আসে সেই বিষয়ে সচেষ্ট হোন।

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন :

ক) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শঙ্খজাতক-এর নাম উল্লিখিত হলে, তার ছবি প্রদর্শন করুন।

খ) শঙ্খজাতক-এর জীবনাদর্শ ও ভূমিকা গল্প আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

গ) গল্প উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫৮ এবং ৫৯ সম্পন্ন করুন।

ঘ) শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

১.'শঙ্খজাতক' কাহিনির মূল শিক্ষা কী?

ঙ) বানরেন্দ্র জাতক কাহিনি আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করুন।

চ) গল্প উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬০ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৮

শঙ্খজাতক পড়ার পরে তোমার জীবনে করণীয় সম্পর্কে লেখো।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ পর্যায় :

ক) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জাতক পাঠের উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

খ) জোড়া গঠন করে প্রত্যেক জোড়ায় রঙিন কাগজ/পোস্টার পেপার দিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো থেকে দুটি করে উত্তর লিখতে বলুন।

- জাতকের শিক্ষা কোন ধরনের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে?
- জাতক শিক্ষার ৩টি উপকারিতা লেখো।
- তোমার জীবনে জাতকের প্রভাব বর্ণনা করো।

গ) জোড়ায় আলোচনাকৃত বিষয়গুলো শ্রেণিতে সবার সাথে বিনিময় করান।

ঘ) পাঠ্যবইয়ের জাতকের বিষয়বস্তুটি মোট ৩টি সেশনে সম্পন্ন করুন। জাতকের শেষ সেশনটিতে পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত শ্লোগানটি সকলে মিলে পাঠ করুন। শ্লোগানটির অর্থ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরবর্তী পাঠ 'সূত্র ও নীতিগাথা' সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী করুন।

ঙ) এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬১ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৫৯

জাতকের কাহিনি পাঠের গুরুত্ব নিচে লেখো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬০

জাতকের উপদেশের একটি তালিকা তৈরি করো (মানবিক গুণাবলি সম্পর্কিত)

৫. শিখন ঘণ্টা :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি আনুমানিক ৬-৭ শিখন ঘণ্টা ব্যবহার হতে পারে।

৫. অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রম ফলাবর্তন

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬১

চরিতমালা ও জাতক বিষয়ক গল্প শোনা, গল্প বলা, গল্প লেখার অভিজ্ঞতাটি তোমার কেমন লাগল তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সাথে বিনিময় করো।

চরিতমালা ও জাতক বিষয়ক গল্প শোনা, গল্প বলা, গল্প লেখার অভিজ্ঞতা	
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)	- - - -
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	- - - -
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?	- - - -
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)	- - - -

অষ্টম অধ্যায়

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

১. যোগ্যতা- ৩ : ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ পরিবেশের জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা ও সকলের সাথে সহাবস্থান করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা: যোগ্যতা ৩-এ মূলত শিক্ষার্থীর নিজ প্রেক্ষাপট, পরিবেশ,জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। শিক্ষার্থী ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থান করতে পারবে যেখানে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধির মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুনাবলি অর্জনের ও প্রয়োগের প্রতিফলন হবে।

২.অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যক্রম :

তীর্থস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সংরক্ষণ কর্মসূচি

তীর্থস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এগুলো সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির চর্চা ও প্রয়োগ দ্বারা পরিবেশ ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে অভিজ্ঞতা কার্যক্রম।

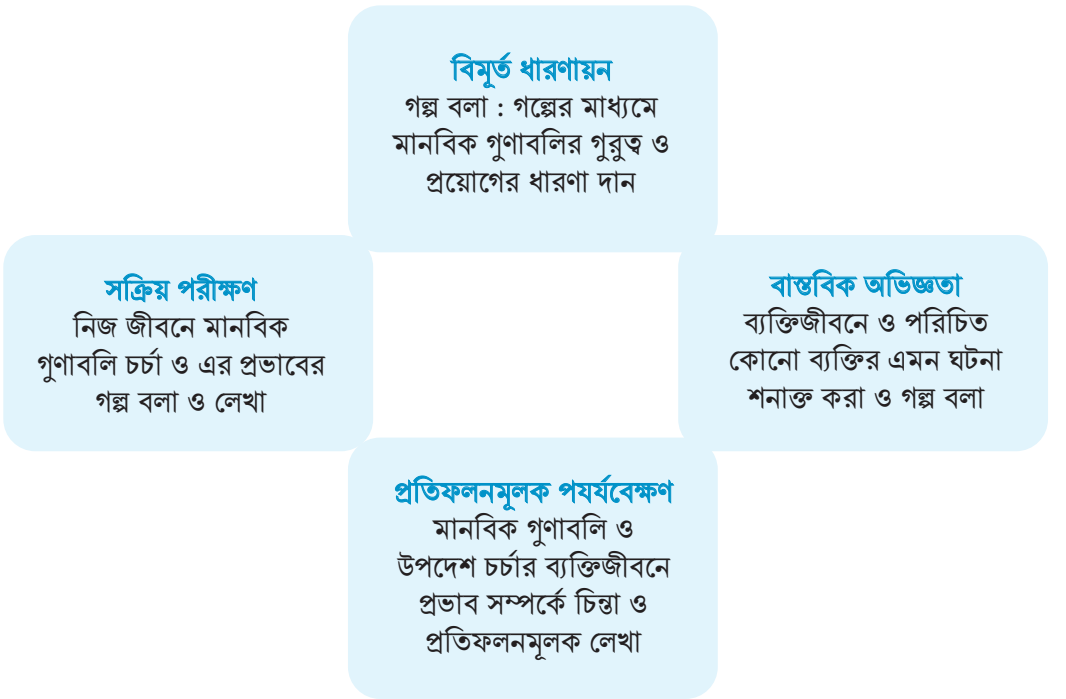

চিত্র : তীর্থস্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সংরক্ষণ কর্মসূচি

ক্রস-কাটিং বিষয়াবলি

যোগ্যতা-৩ প্রয়োগভিত্তিক, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। যোগ্যতা ৩ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় জানা, উপলব্ধি করা ও জানার আগ্রহ থাকতে হবে, যা বৌদ্ধধর্মে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা-১। একইভাবে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি, ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি বিধান জানা, উপলব্ধি করা ও চর্চার মাধ্যমে তৈরি হবে, যা যোগ্যতা-২ । সুতরাং এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্মের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা-১, ২ ও ৩ অর্জনে সক্ষম।

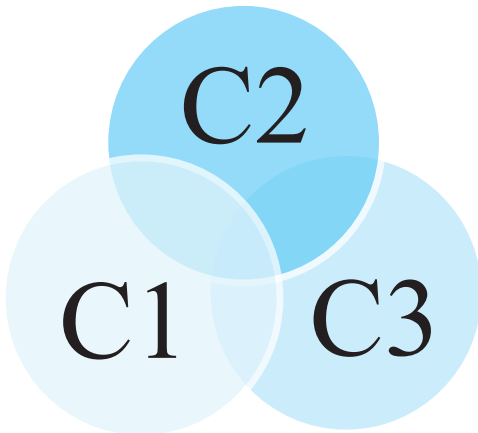

চিত্র: আন্তঃবিষয়ক অ্যাপ্রোচ

অন্য বিষয়ের সাথে

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের সাথে আমাদের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কিত। সুতরাং বৌদ্ধধর্মে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে এ অভিজ্ঞতা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে যোগ্যতা ১ অর্জনে সহায়ক হবে। তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কর্মসূচী তৈরি করবে। এ কর্মসূচী আয়োজনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যা ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্যতা ৩ অর্জনে ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থী পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন, সচেষ্ট ও দায়িত্ববান হবে যা তার মানবিক গুণাবলির অংশ। (ধর্ম: যোগ্যতা ৩)

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায় (৩-৪ সেশন)

(ক) শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সেশন শুরু করুন।

(খ) শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান শব্দ দুটি লিখুন ও শিক্ষার্থীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। এক্ষেত্রে মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করুন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

(গ) পাঠ্যবইয়ের অংশগ্রহণমূলক ৬২ নং কাজ শিক্ষার্থীদেরকে সম্পন্ন করতে বলুন। শিক্ষার্থী অবশ্যই পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই সুস্পস্ট ও সুন্দর অক্ষরে লিখবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬২

ধর্মীয় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান বলতে কী বোঝো? .....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ঘ) বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিক্ষার্থীকে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীকে তীর্থস্থান ভ্রমণের পূর্বের কোনো কাহিনি সকলের সাথে বিনিময় করতে বলুন। এ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় করতে পারে। শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় না করলে আপনি নিজের একটি ভ্রমণ কাহিনি বলুন।

(ঙ) পাঠ্যবইয়ের অংশ গ্রহণমূলক ৬৩ নং কাজ সম্পূর্ণ করান। এটি একটি একক কাজ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৩

তুমি কী কোনো তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দেখেছ? দেখলে সেই তীর্থস্থান ভ্রমণের কাহিনি লেখো। আর না করলে তোমার জানা কোনো তীর্থস্থান সম্পর্কে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(চ) দলগত বা জোড়ায় শিক্ষার্থীদেরকে নিজ এলাকার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান শনাক্ত করতে বলুন ও তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৪ সম্পূর্ণ হবে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৪

তোমার এলাকায় তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর তালিকা করো।

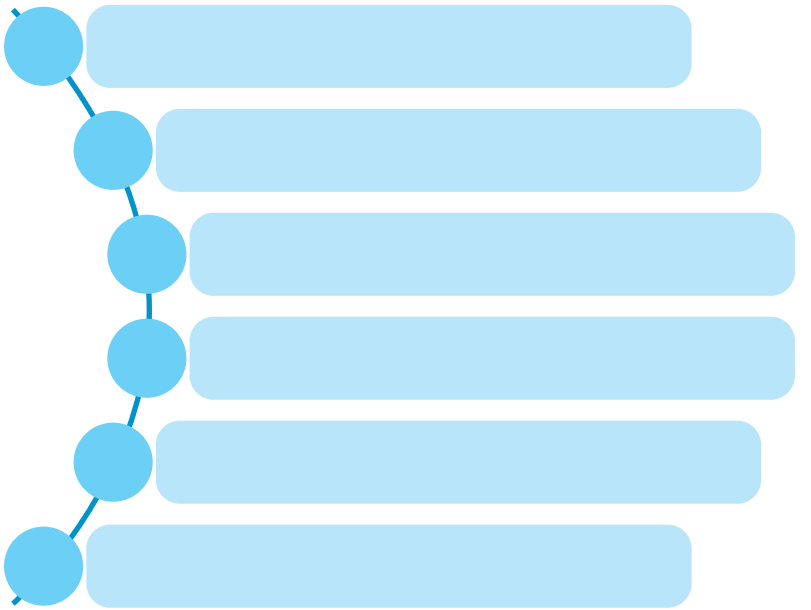

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যায় : (সেশন সংখ্যা ৩)

ক) পূর্বের সেশনে তৈরিকৃত তালিকা নিয়ে শ্রেণিতে একটি মুক্ত আলোচনা করুন। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনের সুযোগ দিন।

খ) নিজ এলাকার পরিচিত কোনো তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে বলুন এবং পরবর্তী সেশনে ভ্রমণের ছবি পাঠ্য বইতে সংযুক্ত করতে বলুন।

গ) তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিফলনের জন্য দল গঠন করুন এবং দলে তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন।

ঘ) দলগত কাজের উপস্থাপন করতে বলুন।

ঙ) একইভাবে তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে দলগত ব্রেইনস্টোর্ম ও রিফ্লেক্ট করতে বলুন।

চ) প্রতিফলনমূলক পর্যায় সম্পন্ন করার জন্য অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬৫ থেকে ৭০ সম্পন্ন করুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৫

ক) তোমার এলাকার আশেপাশের কোনো তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করো এবং নিচে ছবি সংযুক্ত করো। অথবা তোমার এলাকার আশেপাশের তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি আঁকো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৬

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তুমি কী কী করতে পারো নিচে লেখো :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৭

তোমার এলাকার আশেপাশের তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তোমরা দলগতভাবে একটি কর্মসূচি তৈরি করো। যেমন — দলগত ভ্রমণ, সেমিনার আয়োজন, সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ, নিকটবর্তী বিহার পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

সেমিনারের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করা যেতে পারে। যে দিন তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি প্রদর্শন এবং ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় করা যেতে পারে।

অথবা

তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের কাহিনি সম্বলিত সচেতনামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা যেতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৮

তোমার তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের ছবি প্রদর্শন করো এবং ভ্রমণ কাহিনি শ্রেণিতে সকলের সাথে বিনিময় করো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৬৯

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ কর্মসূচি

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন : (সেশন সংখ্যা ৩)

ক) পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য নিচের ভিডিয়োটি প্রদর্শন করুন। ভিডিয়োটিতে ময়নামতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে। তাই ভিডিয়োটি দেখার পর পাঠ্যবইয়ের ময়নামতি সম্পর্কে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

https://www.youtube.com/watch?v=iwReGQRZd১w

https://www.youtube.com/watch?v=DhiMMlBDmf^

খ) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীদের দিয়ে বইয়ের কিছু অংশ পাঠ করাতে পারেন।

গ) সারনাথ সম্পর্কে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে নিচের ভিডিয়োটি প্রদর্শন করুন।

https://www.youtube.com/watch?v=rRay-hjr^oM

ঘ) ভিডিয়ো দেখার পরে শিক্ষার্থীকে প্রতিফলন করতে বলুন এবং একই সাথে পাঠ্যবইয়ের সারনাথ সম্পর্কে বিবরণ উপস্থাপন করুন।

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ : (সেশন সংখ্যা ৪ থেকে ৫)

ক) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে কী কী করা যেতে পারে ও শিক্ষার্থী কী ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তা করতে বলুন।

খ) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন, জোড়া গঠন করুন এবং জোড়ায় চিন্তালব্ধ আলোচনা শ্রেণিতে বিনিময় করতে বলুন। এ ক্ষেত্রে Think, Pair, Share কৌশলটি অনুসরণ করুন (Elastration হবে) ।

গ) তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দিন।

ঘ) একই শ্রেণিকক্ষ থেকে দলগতভাবে এক বা একাধিক কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। যেমন—দলগত ভ্রমণ, সেমিনার আয়োজন, সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ নিকটবর্তী বিহার পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভ্রমণের ছবি প্রর্দশন, ভ্রমণ কাহিনি বিনিময় অথবা তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের চিত্র অংকন ও প্রর্দশন। একদল লিফলেট তৈরি করলে আরেক দল সেমিনার আয়োজন করতে পারে। তবে শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকলে ন্যূনতম একটি কর্মসূচি অবশ্যই আয়োজন করতে হবে।

ঙ) সংরক্ষণ কর্মসূচি একটি নির্দিষ্ট দিনে উদ্বোধন করা যেতে পারে এবং সে দিন বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ করুন।

চ) কর্মসূচি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির জন্য, কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের দুটি সেশন পরিকল্পনা করুন । এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে দুই থেকে চার শিখন ঘণ্টা ব্যয় করবে।

ছ) সর্বোপরি কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিনিয়ত গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করুন। এরপর অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭৭ এককভাবে সম্পন্ন করান এবং পাঠ্যবইয়ে লিখে রাখতে বলুন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ : ৭০

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন এবং তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে কর্মসূচী অভিজ্ঞতা বিনিময় তোমার কেমন লাগল, তা নিচের ছকে লিখে শিক্ষকের সাথে বিনিময় করো।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন এবং তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ কর্মসূচী	
কার্যক্রমের কি কি ভালো লেগেছে (ভালো দিক)	
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)	
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?	
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)	

৬. শিখন ঘণ্টা

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সংরক্ষণ কর্মসূচি অভিজ্ঞতাটি আনুমানিক ১০ থেকে ১১ শিখন ঘণ্টার মাধ্যমে অর্জন হবে। এ ক্ষেত্রে ৪৫ মিনিট পরে মোট ১৪টি সেশন (ক্লাস) প্রয়োজন হবে।

৫.মূল্যায়ন:

ক) কর্মসূচি নির্ধারণ, পরিকল্পনা, আয়োজন ও যথাসময়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও মানবিক গুণাবলি প্রর্দশনের মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন তথ্য লিপিবদ্ধ করুন। মূল্যায়নের জন্য নিজের মূল্যায়ন ছকটি অনুসরণ করুন।

খ) মূল্যায়ন তথ্য লিপিবদ্ধ ও ফলাবর্তন প্রদানের জন্য পরিশিষ্ট ১ ও ২ অনুসরণ করুন।

নবম অধ্যায়

সহাবস্থান: সকলে আমরা সকলের তরে

১. যোগ্যতা ৩ : ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে নিজ জীবনে প্রয়োগ এবং নিজ পরিবেশের জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা ও সকলের সাথে সহাবস্থান করতে পারা।

যোগ্যতার ব্যাখ্যা: যোগ্যতা ৩-এ মূলত শিক্ষার্থী নিজ প্রেক্ষাপট, পরিবেশ,জগৎ ও জীবের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবে। শিক্ষার্থী ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থান করতে পারবে যেখানে সূত্র ও নীতিগাথা সম্পর্কিত বিধিবিধান অনুধাবন ও চর্চা করার মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুনাবলি অর্জনের ও প্রয়োগের প্রতিফলন হবে।

সেশন সংখ্যা: ১৫

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রের সারসংক্ষেপ :

বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যায়
Community Service/Field Trip/Documentary View/Case Study
পর্যায়ে কোনো একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে একত্রে অবস্থানের প্রেক্ষাপট নির্ভর বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান

সক্রিয় পরীক্ষণ
দলগত স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ অথবা নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্ম বর্ণের অংশগ্রহণ জরিপ, বিমূর্ত ধারণায়ন

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
Reflection and Reflective Writing and Open Discussion মাধ্যমে পূর্বের ধাপে অংশগ্রহণকৃত কার্যক্রমের উপর প্রতিফলন, প্রতিফলনমূলক লেখা ও মুক্ত আলোচনা

বিমূর্ত ধারণায়ন
সহাবস্থানের পোস্টার প্রর্দশন, সহাবস্থানের কেস স্টাডি বিশ্লেষণ ও অংশগ্রহণমূলক কাজের মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ে উল্লেখিত ধর্মীয় বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বিষয়বস্তু উপস্থাপন

৩. সেশন পরিকল্পনা

৩.১ বাস্তব অভিজ্ঞতা : (৩ থেকে ৫ টি সেশন)

ক. শিক্ষার্থীকে ব্লাডব্যাংক/ রক্তদান কর্মসূচী/ কমিউনিটি ক্লিনিক/ সদর হাসপাতালে ফিল্ডট্রিপে নিয়ে যান।

খ. ফিল্ডট্রিপ সম্ভব না হলে, নিকটবর্তী কোনো দোকান/ বিপণিবিতান/ফার্মেসি যেতে বলুন। যেখানে ভিন্ন পেশার, বয়সের, শ্রেণির ও ধর্মের মানুষের সেবা নেওয়ার অভিজ্ঞতার সুযোগ আছে। অথবা কোন রক্তদান কর্মসূচীর ডকুমেন্টারি দেখিয়ে বা কেস স্টাডির মাধ্যমেও অভিজ্ঞতা দেওয়া যেতে পারে। (একান্ত অপারগ হলে বিদ্যালয়ে যে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছে তার উদাহরণ তুলে ধরতে পারেন)।

গ. উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একই স্থানে একই সেবা পায় সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করুন।

ঘ. "ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার রক্তের রং লাল এবং আমরা সবাই মানুষ"-এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করুন।

৩.২ প্রতিফলনমূলক পর্যাবেক্ষণ : (২ টি সেশন)

শিক্ষার্থী Community Service/Field Trip/Documentary View/Case Study থেকে যা দেখলো বা উপলব্ধি বা অনুভব করলো, তার উপর রিফ্লেক্ট করতে বলুন এবং লিখতে বলুন। (Reflection and Reflective Writing)

নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপরে সংবেদনশীলভাবে মুক্ত আলোচনা করুন:

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কেন সাহায্য করে?

২. করোনা বা কোন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কেন একে অন্যকে সাহায্য করে?

৩. বিপণিবিতান, ঔষধালয় বা চিকিৎসালয় কেন সবাইকে সেবা দেয়?

৪. কেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাইকে রক্তদান করি?

পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত অংশগ্রহণমূলক কাজগুলো (৭১, ৭২) সম্পন্ন করুন

কেস - ১ : অনেক দিন আগের কথা। ১৯৮৫ সালের ১৫ই অক্টোবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা রাতে টেলিভিশনে নাটক দেখছিল। হঠাৎ টিভি রুমের ছাদ ধসে পড়ে। অনেক ছাত্র নিহত হয় এবং অনেক ছাত্র আহত হয়। আহতদের খুব রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাদের ঢাকা মেডিকেল এবং আশেপাশের বিভিন্ন মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় অনেক রক্তের প্রয়োজন হয়। তখন শিক্ষার্থীর পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ হাসপাতালে রক্ত দানের জন্য ছুটে যায়। এমনকি জগন্নাথ হলের নিকটে অবস্থিত আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও রক্ত দানের জন্য ছুটে যায় এবং রক্ত দান করে। ফলে অনেক আহত ছাত্রের জীবন রক্ষা পায়।

কেস - ২ : ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত। কমলাপুরে বহু দরিদ্র মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষুগণ প্রতিবছর রমজান মাসে দরিদ্র রোজাদারদের জন্য ইফতার বিতরণ করেন। দরিদ্র রোজাদার ভাই-বোনেরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেই ইফতার গ্রহণ করেন। এভাবে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হচ্ছে।

৩.৩ বিমূর্ত ধারণায়ন : (৩ থেকে ৪ টি সেশন)

ক. ধর্মীয় সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যের কিছু উদাহরণ, পোস্টার, ছবি বা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন।

খ. পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম আছে। বাংলাদেশে প্রচলতি প্রধান প্রধান ধর্ম সর্ম্পকে সাধারণ ধারণা প্রদান করুন। ধর্ম যেহেতে একটি সংবেদনশীল বিষয় সেহেতু সতর্কতার সঙ্গে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন। ছকে উল্লিখিত তথ্যগুলো সাধারণভাবে উপস্থাপন করুন, যাতে করে শিক্ষার্থী অন্য ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা লাভ করে। এই ছকটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তৈরি করা।

ধর্মের নাম	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ	আল-কুরআন	বেদ, উপনিষদ, গীতা	ত্রিপিটক	বাইবেল
উপাসনালয়	মসজিদ	মন্দির	বিহার (প্যাগোডা)	গীর্জা
প্রতীক				
প্রবর্তক	হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	অনেক মহান ঋষিদের অর্জিত জ্ঞান	গৌতম বুদ্ধ	যীশু খ্রীষ্ট
প্রধান ধর্মীয় উৎসব	ঈদ	দুর্গাপূজা	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)	বড়দিন

গ. ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতি, নির্বিশেষে সর্বজনীন কিছু মানবিক গুণাবলিআছে। এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তুলে ধরুন। এই মানবিক গুণাবলি অর্জন ও চর্চার মাধম্যে আমরা খুব সহজে একে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারি - এই বিষয়টি আলোকপাত করুন।

ঘ. শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ধর্মীয় বৈচিত্র্য, সহাবস্থান ও সম্প্রীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করুন। আলোচনায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে পারেন। তবে আলোচনা যেন মূল উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক হয় এবং ভিন্নপথে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর একটি পোস্টার

চ. সহাবস্থানের পোস্টারটি প্রদর্শন করুন ও মুক্ত আলোচনা করুন।

ছ. পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত সর্বজনীন মানবিক গুণগুলো বর্ণনা করুন। (ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা এবং মানব প্রেম)

৩.৪ সক্রিয় পরীক্ষণ : (৩ থেকে ৪ টি সেশন)

ক. দলগতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে কোনো স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করতে বলুন যা দ্বারা সকল মানুষের, এলাকার বা কমিউনিটির উপকার হবে। যেমন, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, এলাকার রাস্তা পরিষ্কার, বৃক্ষরোপণ, অসুস্থদের সেবাদান, পথশিশুদের জন্য কর্মসূচী, বৃদ্ধদের সেবা, মানবতার দেয়াল পরিচালনা ইত্যাদি।

খ. কাজটি দলে করা সম্ভব না হলে, এককভাবেও করতে পারে। যেমন—দান করা, জ্ঞান বিনিময় করা, সেবা প্রদান করা, ইত্যাদি।

গ. যা দ্বারা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরী হয়, এমন কাজ করতে উৎসাহিত করুন।

ঘ. একসাথে থাকার জন্য ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা এবং মানবপ্রেম গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি। এই গুণাবলি অর্জনে ও চর্চায় উৎসাহিত করুন । উৎসাহ দেয়ার জন্য এ গুণাবলি-সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় তথ্য নির্ভর গল্প, ঘটনা শিক্ষার্থীদের সাথে বিনিময় করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরও ঘটনা বিনিময় করতে সুযোগ দিন।

ঙ. সর্বশেষে নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও অবদান সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন (অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭৩)

চ. প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়ন তথ্য শিখন-কালীন মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষণ করুন।

এ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭৪ সম্পন্ন করতে বলুন।

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মের প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

হিন্দু ধর্মেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মিলেমিশে থাকার উপদেশ রয়েছে

হরিচাঁদ ঠাকুর (১১ মার্চ ১৮১২ – ৫ মার্চ ১৮৭৮) মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া নিম্নশ্রেণির অথবা, দলিত মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছেন। তার প্রচলিত সাধন-পদ্ধতিকে বলা হতো 'মতুয়াবাদ'মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তার পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর বা হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরই প্রথম দলিত-মুসলিম ঐক্য গড়েছিলেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ৩৬টি জাতিকে একাসনে বসিয়ে গড়লেন মতুয়াধর্ম। তিনকড়ি মিয়া পেলেন মতুয়াধর্মের শ্রেষ্ঠ আসন।গুরুচাঁদের আদেশে তিনকড়ি মিয়া ওড়াকান্দীর "মতুয়াধর্ম মেলায়" (বারুণী) সর্বপ্রথম মতুয়া দল নিয়ে হাজির হন। তিনি এই দলের মতুয়া দলপতি। সেই রীতি এখনো চলছে। তিনকড়ি মিয়ার নাতি হিরু আলি মিয়া এখনো ওড়াকান্দীতে দল নিয়ে উপস্থিত হন। এরকম অসংখ্য মুসলমান, মতুয়া দলের সঙ্গে নিশান-ডঙ্কা-কাঁসি বাজিয়ে ওড়াকান্দীর মেলায় আসে। বর্তমানে গঙ্গাচন্নায় অশ্বিনী পাগলের মেলার পুরো দায়িত্ব পালন করে ঐ গ্রামের মুসলমানরা। এমনকি লক্ষ্মীখালি গোপাল সাধুর মেলা, জয়পুর তারক পাগলের মেলায় মুসলমানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করে চলেছে। সমাজ সচেতন, জাতি দরদী গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর আমলে দেখেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের জমিদার-মহাজনেরা সুকৌশলে নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদের মধ্যে কাজিয়া (দাঙ্গা) বাধিয়ে দুই জাতিকে বিভাজন করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। তাই এই সময় হিন্দু-মুসলিম একাধিক দাঙ্গা সংগঠিত হয়-আর প্রাণ যায় দলিত-মুসলিমের। উচ্চবর্ণেরা থাকে নিরাপদে এবং তারা দাঙ্গা থেকে ফায়দা তোলে। গুরুচাঁদ ঠাকুর তালতলা গ্রামের এক সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমানকে ডাক দেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে গুরুচাঁদের নেতৃত্ব ও প্রচেষ্টায় ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোরসহ অন্যান্য জেলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

গুরুচাঁদ ঠাকুর হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কথা বলেছেন বারবার। মুসলমানকে বাদশাহ জাতি বলে সম্বোধন করে একসঙ্গে মিলেমিশে এগিয়ে চলার কথা বলেছেন। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মহামানব গৌতম বুদ্ধ যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ডাক দিয়েছিলেন, হরিগুরুচাঁদের হাত ধরে মান্যবর কাশীরামজী সেই আন্দোলনকে বিশ্বমানবের সামনে তুলে ধরেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর মুসলমানকে ভাই বলে সম্বোধন করে হিন্দুদের তার দলের সহযোদ্ধা হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর গড়া বিদ্যালয়ে সমস্ত জাতির মানুষের ছিল সমান অধিকার। হরিচাঁদ ঠাকুর মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে নীলচাষের বিরোধিতা করা এবং উচ্চবর্ণের লোকদের জমিতে কাজ না করার জন্য ছয় মাস কৃষক ধর্মঘট করার মাধ্যমে যে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন সেই সময়কার মুসলমান ও দলিত কৃষকদের অন্যতম প্রধান নেতা। বর্তমানে বাংলা তথা ভারতের বুকে ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে হরি-গুরুচাঁদের আদর্শই মুক্তির পথ। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে চলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও মৌলবাদীর দল-যারা দেশ, সমাজ ও জাতির কখনো মঙ্গল চায় না, চায় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে। আর কিছু শূদ্র ও কিছু মুসলিম তাদের ইতিহাস না জেনে, না বুঝে সেই দলে যোগ দিয়ে শূদ্র নিধনে সহযোগিতা করছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে। সব মুসলিমই মৌলবাদী-এই মতবাদ নিরন্তর প্রচার করে চলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এই অবস্থায় দরকার গুরুচাঁদের মতো একজন যোগ্য ব্যক্তির।

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন বা শ্রীঅঙ্গন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত হিন্দু মহানাম সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম, যা জগদ্বন্ধু সুন্দর ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমটি বাংলাদেশের হিন্দু মহানাম সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বর্তমান ফরিদপুরে দরবেশের জলা (বন্ধু কুন্ডু) নামে যে মসজিদটি অবস্থিত সেই মসজিদের জমি দান করেছে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন। এই মসজিদটি শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনের সংলগ্ন একটি মসজিদ। তৎকালীন সেক্রেটারি শ্রীমৎ অমলবন্ধু ব্রহ্মচারী তৎকালীন স্থানীয় কমিশনার মঞ্জুমিয়ার কাছে মসজিদের জমি অর্পণ করেন। এটি আনুমানিক ১৯৭৭-৭৮ সালের ঘটনা।

খ্রীষ্টধর্মে সহাবস্থান

সঙ্গীতের মধ্যে সম্প্রীতি এই সুন্দর, ক্ষণস্থায়ী ঘটনা, যা বেশিরভাগ গায়ক এবং সঙ্গীতশিল্পীরা তাদের সারা জীবন ক্রমাগত অনুভব করার জন্য কাজ করে। এর জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়, ধৈর্য, নম্রতা এবং সুন্দর সঙ্গীত তৈরির একই লক্ষ্য অনুসরণকারী লোকেদের মধ্যে ঐক্য। যখন বাদ্যযন্ত্রের সাদৃশ্য অর্জন করা হয়, তখন এটি কেবল যারা গান গায় বা বাজায় তাদেরই নয়, শ্রোতাদেরও স্পর্শ করে। প্রাত্যহিক জীবনে একে অপরের সাথে সুরেলা জীবনযাপন করা বাদ্যযন্ত্রের সুরের চেয়ে আলাদা নয়। আমাদের বেশিরভাগের জন্য এটি একটি লক্ষ্য মাত্র অধরা এবং ক্ষণস্থায়ী। তবে বাদ্যযন্ত্রের সুরের মতো, এটি লড়াই করার মতো। বাদ্যযন্ত্রের সুরের মতো, এটি তাদের মধ্যে আনন্দ এবং জীবন তৈরি করে যারা এটি অনুসরণ করে এবং তাদের চারপাশের লোকদের স্পর্শ করে। সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট জুড়ে, আমরা ঐক্যবদ্ধ, সুরেলা সম্প্রদায়ে জীবনযাপন করার উপদেশ পাই। শাস্ত্রে স্পষ্ট যে শরীরের মধ্যে ঐক্য খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি। সুতরাং, আমরা আজকে আরও গভীরভাবে তাকাই যে, আমরা কীভাবে একতার সাথে বেড়ে উঠতে পারি এবং একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করার জন্য আত্মার কাজের জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে পারি। রোমানস ১২:১৬-২০ বলেন:

একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গতির মধ্যেই জীবন। অহংকারী হয়ো না, নীচদের সাথে মেলামেশা কর। নিজের দৃষ্টিতে কখনই জ্ঞানী হবেন না। মন্দের বিনিময়ে কাউকে মন্দ কোরো না, কিন্তু সকলের চোখে যা সম্মানজনক তা করার চিন্তা কর। যদি সম্ভব হয়, যতদূর এটি আপনার উপর নির্ভর করে, সবার সাথে শান্তিতে বসবাস করুন। প্রিয় বন্ধুরা, কখনও নিজেদের প্রতিশোধ নিও না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধের উপর ছেড়ে দাও, কারণ লেখা আছে, "প্রতিশোধ নেওয়া আমার, আমি প্রতিশোধ নেব, প্রভু বলেছেন।" বিপরীতে, "যদি তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত হয়, তাকে খাওয়াও; যদি সে তৃষ্ণার্ত হয় তাকে কিছু পান করতে দাও

রোমানস ১২:১৬-২০

"যাতে শরীরে কোনো বিভাজন নাও থাকতে পারে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একে অপরের প্রতি একই রকম যত্নবান হয়। একজন সদস্য কষ্ট পেলে সবাই মিলে কষ্ট পায়; যদি একজন সদস্যকে সম্মানিত করা হয়, সবাই একসাথে আনন্দ করে।"

	Jan	Feb	Mar	Apl	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ত্রিপিটক												
ধর্মীয় উৎসব ও পূর্ণিমা												
শীল												
দান												
চতুরার্য সত্য												
চরিতমালা												
জাতক												
সূত্র ও নীতিগাথা												
তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান												

বাৎসরিক অধ্যায়ভিত্তিক সেশন পরিকল্পনা

পরিশিষ্ট-১

মূল্যায়ন রেকর্ড নমুনা :

শিক্ষার্থীর আইডি নং	শিক্ষার্থীর নাম	অভিজ্ঞতা ১ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা ২ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা ৩ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা ৪ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা ৫ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা - ৬ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	অভিজ্ঞতা – ৭ কার্যক্রমের গড় পারদর্শিতা	বাৎসরিক গড় পারদর্শিতা	লিখিত মতামত
১১	A	*	***							
১২	B	**	**						**	
১৩	C	***	**						***	
১৪	D	**	*						**	
১৪	E	*	**						**	
১৬	F	**	*						**	
১৭	G	***	*						**	

পরিশিষ্ট-২

ফলাবর্তনের ধরন ও উদাহরণ

ফলাবর্তনের ধরন	ফলাবর্তনের উদাহরণ	ফলাবর্তনে ব্যবহৃত শিক্ষকের ভাষার উদাহরণ (অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য)
মৌখিক ফলাবর্তন	সকল শিক্ষার্থীকে কোনো কাজ সম্পাদনের পরে মৌখিকভাবে ফলাবর্তন প্রদান করুন। যেমন : তুমি ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহের মধ্যে ত্রিপিটক, ত্রিপিটকের পরিচয়, ত্রিপিটক পাঠের গুরুত্ব - বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছ।	ফলাবর্তনের উদাহরণ; তুমি ধর্মীয় মূল বিষয়সমূহের মধ্যে ত্রিপিটক, ত্রিপিটকের পরিচয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছ, তবে ত্রিপিটক পাঠের গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করতে পারতে। এ জন্য তুমি আরো চিন্তা করতে পারো যে, ত্রিপিটক পাঠ করলে আমাদের জীবনে কী প্রভাব পড়ে। তুমি চাইলে গ্রন্থাগারে অথবা ইন্টারনেট সার্চ করে আরো তথ্য অনুসন্ধান করতে পারো।
চিত্রের মাধ্যমে ফলাবর্তন	সকল শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কাজের উপর নিম্নের চিত্র এঁকে বা বোর্ডে প্রদর্শনের মাধ্যমে আপনি চিত্র ফলাবর্তন দিতে পারেন। যেমন : * ** ***	শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন প্রদানের সময় তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক মৌখিক ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করে এমন ছবির মাধ্যমে ফলাবর্তন প্রদান করুন। (শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতাটি অর্জন না করলেও)। যেমন : * ** ***
লেখার মাধ্যমে ফলাবর্তন প্রদান	১। সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন ছক অথবা মূল্যায়ন মানদণ্ড অথবা পর্যবেক্ষণ ছকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন। যেমন : ২। শিক্ষার্থীকে সতীর্থ দ্বারা মূল্যায়ন করাতে পারেন। এক্ষত্রে লেখা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় শিক্ষার্থীর লিখিত অথবা মৌখিক অথবা ছবি সম্বলিত ফলাবর্তন অনুশীলন করান।	অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে লিখিত ফলাবর্তন দেয়ার পরেও মৌখিক ফলাবর্তন প্রদান করুন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত সেশন গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করুন। শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন না করলেও পরবর্তী ক্লাসে উত্তোলনে সুযোগ রাখুন এবং self learning এ শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করুন।

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য